প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদ—মানবেন্দ্র পাল

দাম—৩.০০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও রূপলেখা প্রেস, ৬০নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রেণী বিভক্ত এই সমাজে আজও শোষণ, বেকারী রোগ ও ক্ষুধা। অন্নদাতা কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তবু তার পেট ভরে না।

গভীর অন্বেষণের পর আবিষ্কৃত হয়েছে : শ্রমের ফল অন্যে অপহরণ করে; তাই অন্নদাতার হাহাকার। কিন্তু হাহাকারই তো সব নয়। মাজা ভাঙা নুয়ে-পড়া কৃষকও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, নিজের অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের প্রয়োজনে অনেকের সঙ্গে জোট বাঁধে।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে একালে এইটাই মূল কাহিনী। "অন্ন চাই প্রাণ চাই" নাটকে তারই কিছু আভাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।

লেখকের অন্যান্য নাটক :

নীচের মহল

ঘূর্ণী

জল

শেষ সংবাদ

ফিরিঙ্গী কবি

বোধন

ঠগ

ধনপতি গ্রেপ্তার

জন্ম মৃত্যু (যন্ত্রস্থ)

অগ্নিকোণ (যন্ত্রস্থ)

ধনঞ্জয়কে

—বাবু

চরিত্র

[প্রবেশ ক্রমিক]

বুড়ি—যুবতী
মহিন্দর—যুবক
যোগিন্দর—প্রৌঢ়
মহামায়া—প্রৌঢ়া
লক্ষ্মণ—বৃদ্ধ
সদাশিব—প্রৌঢ়
শ্রীমন্ত
অনাদি
হারু —গ্রামবাসীগণ
নকুল
ভূষণ
বড়বাবু—প্রৌঢ়
নরহরি—যুবক—দোকানদার
কিশোর—কিশোর
বৃদ্ধ—কিশোরের দাদু
নন্দলাল—যুবক
পুলিস অফিসার
সিপাহী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বাপের আমলের তৈরী—টিন আর ছিটে বেড়ার দু'খানা ঘর অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়ে এখনও খাড়া আছে, তাই যোগিন্দর-মহিন্দরের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়; নইলে ওদের ক্ষমতা নেই যে, এমন একটা আস্তানা তৈরী করে নিতে পারে। সামনে এক টুকরো উঠোন। যেহেতু গ্রাম-দেশ, সুতরাং গাছ-গাছালির অভাব নেই। ঘর-দোর বড় ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। বিকেল হয়ে এসেছে। মহিন্দর দাওয়ায় বসে আছে; বুড়ি ঘুরে ঘুরে তার সঙ্গে গল্প করছে।]

মহিন্দর ॥ তুই বাড়ি যাবি না? বেলা যে পড়ে এল।

বুড়ি ॥ যাব'খন। আচ্ছা মহিনদা, মার কাছে শুনেছি, তোমাদের উঠুনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। সত্যি?

মহিন্দর ॥ আমি দেখিনি।

বুড়ি ॥ শোনওনি?

মহিন্দর ॥ শুনেছি, একটা ছিল—ওইখানে। আমার জন্মের আগে মরে গেছে।

বুড়ি ॥ আর একটা লাগাও নি কেন?

মহিন্দর ॥ তুই এখন বাড়ি যা দেখি। সন্ধ্যে হয়ে এল—সেদিকে খেয়াল নেই; খালি গপ্প।

বুড়ি ॥ বল না শুনি,—আর একটা পেয়ারা গাছ—

মহিন্দর ॥ ধ্যাৎ! দু-মুঠো ভাতের জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে; বলে, পেয়ারা গাছ। গাছ গজালে পেট ভরবে?.... দাদাটা বেরিয়েছে সেই কখন—এখনো এলো না।

বুড়ি ॥ তুমি তো তাই চাও। দাদা এলেই আমাকে চলে যেতে হয়; আর তাহলেই তুমি স্বস্তি পাও।

মহিন্দর ॥ তা পাব কেন! ইদিকে সাঁঝ নামলে, তখন বলে আমাকে এগিয়ে দাও।—কে এগিয়ে দেবে শুনি?

বুড়ি ॥ তা বললে চলবে কেন! আমি মেয়েছেলে, এতখানি পথ অন্ধকারে একলা যাব,—যদি কোন বিপদ হয়?

মহিন্দর ॥ বিপদ যাতে না হয়, সাঁঝ নামার আগেই বাড়িমুখো রওনা হও না।

বুড়ি ॥ কী তখন থেকে খালি এক কথা! আমি যাব না; এইখানে পা ঝুলিয়ে বসে থাকব; যতক্ষণ খুশী বসে থাকব। তাড়াও দেখি। (বুড়ি মহিন্দরের পাশে গা ঘেঁসে বসে।)

মহিন্দর ॥ (উঠে দাঁড়ায়) বুড়ি! মাইরি বলছি, দাদা যদি দেখে যে তুই এইভাবে বসে আছিস, আর আমি হাতের কাজ ফেলে তোর সঙ্গে বসে গপ্প করছি,—তাহলে আর আস্ত রাখবে না।

[বুড়ি খিল খিল করে হেসে দাওয়া থেকে নেমে আসে।]

বুড়ি ॥ এইখানে একটা পেয়ারা গাছ লাগাব। আর এপাশে একটা জামরুল গাছ।

[মহিন্দর হতাশ হয়ে ঘরে যায়; বুড়ি খেয়াল করে না।]

ঠিক মধ্যিখানে থাকবে একটা—কী ফুল?···মহিনদা!

মহিন্দর ॥ (বাইরে আসে) কি হল ?

বুড়ি ॥ এই মাঝখানটায় একটা ফুলের গাছ লাগাতে হবে। কী ফুল তোমার পছন্দ বল তো।

মহিন্দর ॥ ঘেঁটু ফুল।

বুড়ি ॥ ধ্যাৎ! তোমার সব তাতে খালি ইয়ে। এইখানে আমি একটা টগর ফুলের গাছ লাগাব। আর এপাশটায়—(মহিন্দর আবার ঘরে যায়) দোপাটি।···আমি বাপু এই ভাঙা ঘরে থাকতে পারব না। যেমন করে হোক আমাদের ঘরখানা ঠিক সারিয়ে নিতে হবে।····এদিকটায় গোয়াল ঘর থাকবে, আর এদিকটায়—

[বুড়ি লক্ষ্য করেনি, ছেঁড়া-ময়লা পোষাক পরিহিতা কুদর্শণা এক মহিলা কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। বুড়ি হঠাৎ তাকে দেখতে পায়; ওর কথা বন্ধ হয়। মহিলা ফিক্ ফিক্ করে হাসছে বুড়ির দিকে চেয়ে। বুড়ি তার দিকে সভয়ে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ভীত আর্তনাদ করে ওঠে।]

আঁ—

[মহিন্দর দ্রুত বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।]

মহিন্দর ॥ কি হল!

[বুড়ি ছুটে এসে মহিন্দরের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। মহিন্দর মহিলাকে দেখতে পায়।]

কে ওখানে!

[মহিলা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। এর বয়েস কত,

বোঝা যায় না। অনেক ঝড় ঝাপটায় শরীর ভেঙে গেছে। মাথার চুল সাদা-কালোয় মেশানো। কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়ে গালদুটো তুবড়ে গেছে। মেরুদণ্ড ঈষৎ বাঁকা। ওকে বৃদ্ধা বলেই মনে হয়; কিন্তু কণ্ঠস্বরে বার্দ্ধক্যের ছাপ নেই।]

মহিলা ॥ কেমন হল,—আমাকে তোরা চিনতে পারলি না তো! ....যোগিন্‌দা ঘরে নেই?

মহিন্দর ॥ না। কিন্তু আপনি কে?

মহিলা ॥ ভাল করে দেখ দেখি, চিনতে পারিস কিনা।...হ্যাঁরে মহিন, ওইখানে সেই দেবদারু গাছটা তোরা কেটে ফেলেছিস?.... ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, গাছটা অনেক উঁচু—যেন আকাশ ছোঁয়-ছোঁয়, এই রকম। একবার বুঝলি, ওর মাথায় একদল শকুণ বাসা বেঁধেছিল। সারা দিন রাত্তির শকুণগুলো তাদের ছাও-পোনা নিয়ে খালি হুটোপাটি করত; আর ছাও-পোনাগুলো চিৎকার করে কাঁদত—ঠিক যেন মানুষের কান্নার মতন। আমি ফাঁক পেলেই এ বাড়ি চলে আসতাম, আর ওই দেবদারু গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ঘাড় তুলে দেখতে চেষ্টা করতাম —ওর মাথায় বসে শকুণগুলো কি করে। যোগিনদা ঘরে নেই, না?

মহিন্দর ॥ না।

মহিলা ॥ কখন আসবে?

মহিন্দর ॥ জানি না। আসার সময় হয়েছে।

বুড়ি ॥ আমি যাই মহিনদা।

মহিলা ।। মহিনদা ! (মহিলা খিক্‌খিক্ করে হাসে) আমি ডাকতাম "যোগিনদা" বলে ।

[মহিলা আবার হাসে । এবারে হাসতে হাসতে কাশির দমকে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে—বসে পড়ে । মহিন্দর ও বুড়ি ওর কাছে যায় । মহিলা হাত তুলে বাধা দেয় ।]

ঠিক আছে । ও কিছু না । (মহিলা একটু সুস্থ হয় ।) তাহলে তোরা আমাকে চিনতে পারলি না !....আমি মহামায়া !

মহিন্দর ও বুড়ি ।। (অস্ফুটে) মহামায়া !

মহামায়া ।। ওই যে—গাঁয়ের শেষ সীমানায়—মজা বিলটার ধারে...

মহিন্দর ।। আমি চিনেছি ।

মহামায়া ।। (বুড়িকে) তোর বাপ এখন—

মহিন্দর ।। ওর বাপ মারা গেছে ক'বছর হল ।

মহামায়া ।। ও ।...তোর মনে নেই । তুই তখন খুব ছোট তো ।.... আমারই বা তখন বয়েস কত ? পনেরো—যোল ।....আচ্ছা, আমি যাই ।

মহিন্দর ।। দাদা এলে কিছু বলব ?

মহামায়া ।। না, আমিই আবার আসব'খন । এতকাল পরে গাঁয়ে ফিরে এলাম,—যোগিনদার সঙ্গে দেখা করব না ?

[মহামায়ার প্রস্থান । মহিন্দর ও বুড়ি সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ।]

বুড়ি ।। মহিনদা, ও কে ?

মহিন্দর ॥ (চিন্তান্বিত) ও মহামায়া।

[মহিন্দর হঠাৎ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।]

চল বুড়ি, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

বুড়ি ॥ মহামায়া কে মহিনদা ?

মহিন্দর ॥ পরে বলব'খন। চল।

[বুড়ি যাওয়ার নাম করে না।]

বুড়ি ॥ আবছা আবছা মনে পড়ে—একটা মেয়ে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। নাকটা টিকলো, চোখদুটো ভাসাভাসা, আর খুব বড়। সবার সঙ্গে কলকল করে কথা বলত। আর আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। তারপর একদিন শুনলাম, ওর বিয়ে হয়ে গেছে। তখন থেকে ও আর আমাদের বাড়ি আসত না।—ও—ই বুঝি মহামায়া ?

মহিন্দর ॥ হ্যাঁ। ওর বিয়ে হয়েছিল ভিন গাঁয়ে—এখান থেকে সাত ক্রোশ দূর। খুব বড় লোক শ্বশুর। মহামায়া দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তাই তারা পছন্দ করে নিয়ে গেছে।

বুড়ি। সেই মহামায়া, আজকের এই বুড়ি····কেমন করে হল !

মহিন্দর॥ সে কি আজকের কথা ! তুই তখন এতটুকু।

বুড়ি ॥ তুমি তখন কতটুকু মহিনদা ?

মহিন্দর ॥ তোর থেকে বড়। নে, চল দেখি এখন—

বুড়ি ॥ কত আর হবে ! তখন আমার বয়েস ধর ছয় কি সাত ; আজ ষোল পেরিয়ে সতেরো। তার মানে, দশ বছর। মাত্তর দশ বছরে সেই মহামায়া এমন বুড়ি হয়ে গেল !

মহিন্দর ॥ তুইও হবি। এখন চল দেখি—

বুড়ি ॥ আমি বুড়ি হব না।

মহিন্দর ॥ দেখ বুড়ি, সাঁজ নামছে। এরপর তুই যদি বলিস—এগিয়ে দাও, আমি কিন্তু তখন—

বুড়ি ॥ ঠিক আছে বাপু; চল—(বুড়ি পা বাড়ায়।) আমার মনে হয়, মহামায়ার সব খবর তুমি—

মহিন্দর ॥ (বাইরের দিকে দেখে) বুড়ি! (বুড়ি ঘুরে তাকায়) দাদা আসছে··শিগ্‌গির····আহ্, ওদিকে নয়; পেছন দরজা দিয়ে ····শিগ্‌গির—

[দুজনের দ্রুত প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে যোগিন্দরের প্রবেশ। যোগিন্দর ওদের দেখে ফেলেছে—সেইদিকে তাকায়।]

যোগিন্দর ॥ (হাঁক দেয়) মহিন্!

নেপথ্যে মহিন্দর ॥ যাই দাদা।

[গরু চোরের মত মহিন্দর ও বুড়ি প্রবেশ করে। যোগিন্দর স্থিরদৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। মহিন্দর ও বুড়ি উস্‌খুস্ করে।]

কোথায় যাস?

মহিন্দর ॥ যাই? কই, না তো। ওই····ও—

বুড়ি ॥ না, আমি না। ওই····মহিনদা—

যোগিন্দর ॥ 'মহিনদা' কি?

বুড়ি ॥ না, কিছু না।

মহিন্দর ॥ আমি ওকে একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

[যোগিন্দর আবার কিছুক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে থাকে।]

যোগিন্দর ॥ যা। (মহিন্দর ও বুড়ির প্রস্থান। নিজের মনে) বুড়িটা সত্যিই বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে রীতিমত মেয়েছেলে বলে মনে হয়।···কে ওখানে!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ ॥ আমি লক্ষ্মণ।

যোগিন্দর ॥ লক্ষ্মণ কে!

লক্ষ্মণ ॥ ধ্যাৎ! আমাকে চিনতে পারছ না? আমি লক্ষ্মণ গো; বড়বাবুর পেয়ারের বান্দা।

যোগিন্দর ॥ তা, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

লক্ষ্মণ ॥ কিছু করিনি তো।

যোগিন্দর ॥ বস। আমি হাত-পাটা ধুয়ে আসি।

[যোগিন্দর দুই ঘরের মাঝখানের পথে অদৃশ্য হয়।]

লক্ষ্মণ ॥ এস। (ঘুরে ঘুরে দেখে। এবার সত্যিই সন্ধ্যা নামছে। লক্ষ্মণ যোগিন্দরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের মনে বলে যায়) বাড়িটা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া, কোন ছিরি-ছাঁদের বালাই নেই। হবে না! দুটো ভাই তো নয়, দুটো দামড়া।

[নেপথ্যে যোগিন্দর কি যেন বলে; কিন্তু কথা বোঝা যায় না।]

হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ও কথা তো চিরকাল শুনে আসছি; কিন্তু পারলে কিছু? ঘর সাজানো অত সহজ নয়।

[যোগিন্দরের প্রবেশ।]

যোগিন্দর ॥ তাহলে কি করতে বল শুনি।

লক্ষ্মণ ॥ সেই পুরনো কথাটা আবার শুনবে ?—একটা বিয়ে কর।

যোগিন্দর ॥ আর কিছু ?

লক্ষ্মণ ॥ আর যা কিছু পরে হবে। আগে একটা বিয়ে কর।

[যোগিন্দর হেসে ওঠে। লক্ষ্মণ বিরক্ত হয়।]

ঠিক আছে, তোমার কিচ্ছু করার দরকার নেই। যা বলতে এসেছি, শোন ; তারপর আমি চলে যাই।

যোগিন্দর ॥ আহা চট কেন ! বল না, যা বলছিলে।

লক্ষ্মণ ॥ কি বলছিলাম ?

যোগিন্দর ॥ ওই বিয়ের কথা।

লক্ষ্মণ ॥ মস্করা হচ্ছে ?

যোগিন্দর ॥ (সহাস্যে) আরে না, মস্করা করছি না। বলছি, বিয়ে করব বললেই কি বিয়ে করা যায় ?

লক্ষ্মণ ॥ সেই এক কথা। বলি, ঠেকাচ্ছে কে শুনি ?

যোগিন্দর ॥ সে····অনেক কথা।

লক্ষ্মণ ॥ কি কথা, সে কি আর আমি জানি না ? কিন্তু সেই কবে মহামায়ার সঙ্গে তোমার কি হয়েছিল, বা হয়নি,—সেই কথাটা এখনো মনে করে রাখবে ? দশ-বারো বছরে যে একটা ছেলে জন্মে এত বড্ডা হয়ে যায়, একটা জোয়ান মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, একটা মেয়ে মা হয়ে যায়,—সে খবর রাখ ? অথচ এত দিনেও তুমি ওই ছোট্ট কথাটা ভুলতে পারলে না।

যোগিন্দর ॥ (দাওয়ায় বসে) নাঃ।

লক্ষ্মণ ।। তোমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে এমন করে 'না' বলতে পারতে ?

যোগিন্দর ।। তুমি কি আমার মা-বাবা ?

[লক্ষ্মণ থমকে যায় ।]

লক্ষণ ।। কিছু মনে কর না। আমি বড়বাবুর পেয়ারের বান্দা,—আমার মুখে এসব কথা সাজে না।

যোগিন্দর ।। এই তো, অমনি রেগে গেলে ! শোন লক্ষ্মণদা, ঘর বাঁধার সাধ আমারও হয়। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে কার ভাল লাগে বল।—কিন্তু কী করব ! আমি যে—

লক্ষ্মণ ॥ (করুণ হাসি) এই কথাটাই তো বারেবারে বলতে আসি। কেন জান ? এই এতটুকু বয়েস থেকে তোমাদের বাড়িতে মানুষ হয়েছি। তোমার বাপের জমিতে মুনিশ খাটতাম। মা-জননী ছিল দুগ্‌গা প্রতিমার মত,—দশ হাতে সবাইকে বুকের মধ্যে আগলে রাখত। কোনদিন বুঝতে পারিনি যে, আমি এ বাড়ির কেউ নই।....তারপর তোমার বাবা-মা সগ্‌গে গেলেন। জমি-জেরাত যা ছিল, তাও গেল। তারপর তোমার এই ভুষুণ্ডির কাকের মত অবস্থা। তখন আমি গেলাম বড়বাবুর কাছে। বড়বাবু কাজের লোক চায়,—আমাকে পেয়ে গেল।

যোগিন্দর ।। সব জানি লক্ষ্মণদা। তুমি যে এ বাড়ি ছেড়েও আমাদের ভুলতে পারনি—

লক্ষ্মণ ।। (কাছে যায়) দুটো ভাই লক্ষ্মীছাড়ার মত ঘুরে বেড়াস, সংসার বলতে কিছু নেই,—দেখে বড় কষ্ট লাগে যোগিন্।

[যোগিন্দরের ঈষৎ চঞ্চলতা প্রকাশ পায়।]

যোগিন্দর ॥ ধ্যাৎ। তুমি মাঝে মাঝে এসে এই বিয়ে, ঘর, সংসারের কথা এমন করে বল না, ইচ্ছে করে—রাগ-মাগ করে আজই একটা বিয়ে করে ফেলি।

লক্ষ্মণ ॥ তা রাগ-মাগ করে একটা বিয়ে করেই ফেল না, আমরা দেখে শান্তি পাই।

যোগিন্দর ॥ বলছ ?

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ, বলছি।

যোগিন্দর ॥ মেয়ে কোথায় ?

লক্ষ্মণ ॥ এইবার ঠেকালে। তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি পাই কোথায় !

যোগিন্দর ॥ তবে !

লক্ষ্মণ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও।....(চিন্তা করে) কিন্তু বড়বাবু কি রাজি হবে ! চব্বিশ ঘণ্টা 'দূর-ছাই' করে বটে, কিন্তু শত হলেও নিজের ভাগ্নী তো। তোমার তো ইদিকে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তোমার সঙ্গে—

যোগিন্দর ॥ কার কথা বলছ ?

লক্ষ্মণ ॥ অবশ্য ওর মাকে যদি রাজী করাতে পারি—

যোগিন্দর ॥ ল্যাও ! বলি, মেয়েটা কে, আগে বলবে তো।

লক্ষ্মণ ॥ বুড়ি।

যোগিন্দর ॥ বুড়ি !

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ। ওর মা যদি রাজী হয় তাহলে বড়বাবুর মত করানো শক্ত হবে না।

[যোগিন্দর ওপাশে সরে যায় ; ভাবান্তর হয়।]

যোগিন্দর ।। লক্ষ্মণদা ! তুমি সবদিক ভেবে-চিন্তে কথাটা বলছ ?

লক্ষ্মণ ।। হ্যাঁ। ওর বাপ মারা যাওয়ার পর উপায়ান্তর না দেখে মা-বেটি বড়বাবুর ওখানে এসে উঠল। বড়বাবু ঠাঁই দিল বটে, —শত হলেও নিজের বোন-ভাগ্নীকে তো আর ফেলে দিতে পারে না ; লোকে বলবে কি ! কিন্তু মনোগত বাসনা হল, আপদ বিদেয় হলে বাঁচি। এখন, আমি যদি ওর মাকে রাজী করাতে পারি, তাহলে তাকে দিয়েই বড়বাবুকে বলে—

যোগিন্দর ।। ধ্যাৎ !

লক্ষ্মণ ।। কি হল !

যোগিন্দর ।। আমাদের দু-বেলা ভাত জোটে না। বাড়ি-ঘরের এই ছিরি। আর তুমি বলছ বড়বাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে—

লক্ষ্মণ ।। ভাত জোটে না, তাতে কি হল ! ভাত জোটাতে কতক্ষণ ? তিন দিনে বাড়ি-ঘরের চেহারা পালটে দেওয়া যায়, তুমি জান ? হাঁ করে দেখছ কি ? বড়বাবুর কত বড় ব্যবসা, কত টাকা—তুমি খবর রাখ ? তিনি যদি ইচ্ছে করেন—। আমি এখুনি যাচ্ছি। আজই বুড়ির মার কাছে কথাটা পেড়ে ফেলতে হবে। (প্রস্থানোদ্যোগ।)

যোগিন্দর ।। লক্ষণদা—

লক্ষ্মণ ।। আঃ, পিছু ডাকলে তো। (কাছে আসে) বল।

যোগিন্দর ।। আমি কিন্তু এখুনি কোন কথা দিতে পারছি না।

লক্ষ্মণ ।। কথা তুমি কোনদিনই দিতে পারবে না। তোমার ওষুধ হল,

কিছু না-বলে সোজা ঘাড়ের ওপর একটা চাপিয়ে দেওয়া।—আমি যাই।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান। পিছন দরজা দিয়ে মহিন্দর নিজের মনে বলতে বলতে প্রবেশ করে।]

মহিন্দর ॥ যত বলি, তুই এবার যা বুড়ি, আমার হাতে অনেক কাজ, —কিছুতে শুনবে না। বলে, বাঘার ভিটেটা আমাকে পার করে দাও ; ওখান দিয়ে একলা যেতে গা ছমছম করে।

যোগিন্দর ॥ অত যদি তো আসা কেন ?

মহিন্দর ॥ দাদা কিছু বললে ?

যোগিন্দর ॥ না····বলছিলাম, বাঘার ভিটে পার হয়ে যেতে ভয় করে ; আসতে ভয় করে না ?

[লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ]

লক্ষ্মণ ॥ যোগিন্দর ! যে-জন্যে এসেছিলাম,—আসল কথাটাই বলা হয়নি।—মহিন একটু ভেতরে যা তো।

যোগিন্দর ॥ বাপরে ! কী এমন কথা, যার জন্যে ওকে ভেতরে যেতে বলছ !

লক্ষ্মণ ॥ বলছি, বলছি। সব কথা কি সবার সামনে বলা যায় ?

[মহিন্দর ঘরে যায়।]

বড়বাবু তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।

যোগিন্দর ॥ আমাকে। কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ কিছু কাজের কথা আছে নিশ্চই ; নইলে এত লোক থাকতে তোমাকে ডেকে পাঠাবেন কেন ! শোন, তুমি কিন্তু—

যোগিন্দর ॥ আজই যাব ?

লক্ষ্মণ ॥ আজ হোক, কাল হোক,—যখন হোক একবার যেও। বড়বাবুর তলব, হেলা কর না। তবে! কথাবার্তা একটু সামলে বোলো। টাকার কুমীর বটে, কিন্তু মানুষটা তো তেমন সুবিধের নয়।....আর এক কথা—আচ্ছা, পরে বলব'খন।

যোগিন্দর ॥ কেন, এখনই বল না।

লক্ষ্মণ ॥ ওরে বাবা, তর আর সয় না। (হাসে) এখন না, পরে বলব।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান। যোগিন্দর স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবে। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে থমকে যায়; দেখে, একটা বাঘের মুখ ওর দিকে চেয়ে আছে! একটা আর্ত চিৎকার ক'রে ছুটে গিয়ে দাওয়ায় ওঠে।]

যোগিন্দর ॥ মহিন !

[মহিন বাইরে আসে। বাঘের মুখোস-পরা মানুষটা প্রবেশ করে।]

এমন আচমকা এসে হাজির হয়েছে—

সদাশিব ॥ (মুখোস সরিয়ে) ভয় পেয়েছ ;—বলি, মনটা থাকে কোথায় ? (সদাশিব গান গেয়ে ওঠে।)

মনে মনে মন-কলা খাই
(তবু) মনের কথা বুঝি না।
মন যে আমার মনেই আছে
(তবু) মনকে আমি চিনি না॥
আহা, মন আমার কোথায় গেল রে—

[একসঙ্গে চার-পাঁচজন গ্রামবাসী হৈ হৈ করতে করতে ঢোকে।]

শ্রীমন্ত ॥ এই যে! এখানে এসে আসর জমিয়েছে। আমরা ওদিকে খুঁজে মরি ; বলি, বুড়ো গেল কোথায় ?

অনাদি ॥ (সদাশিবকে) হ্যাঁ গো ! এখানে তোমার কী মধু ?

সদাশিব ॥ এখানে মধু নেই। স্যাড়া।

হারু ॥ স্যাড়া ! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। (যোগিন্দরকে) এই স্যাড়া, বেলতলায় যাবি ?

যোগিন্দর ॥ উঃ ! সব বেটা তাড়ি খেয়ে এসেছে।

নকুল ॥ (ফুঁসে ওঠে) অ্যাই ও ; বেটা বলিস কাকে ? মাথার চুলে পাক ধরেছে, বিয়ে করার মুরোদ হয়নি, আবার বলে—বেটা ! বেটা দেখেছিস কোনদিন ?

যোগিন্দর ॥ না বাবা, দেখিনি। এবার তোমরা ঘরে যাও।

ভূষণ ॥ (খিলখিল করে হেসে ওঠে) আবার বলে—বাবা। কে তোর বাবা রে ?

যোগিন্দর ॥ নাঃ, জ্বালাবে দেখছি।—মহিন, ঘরে যা ; আমি এগুলোকে সামলাই।

[মহিন ঘরে যায়। এরা ততক্ষণে গোল হয়ে বসেছে।]

অনাদি ॥ আচ্ছা, মধু দিয়ে তাড়ি হয় ?

হারু ॥ হয় বোধহয়।

অনাদি ॥ তুমি খেয়েছ ?

হারু ॥ নাঃ।

অনাদি ॥ (হেসে) আমি খেয়েছি।

ভূষণ ॥ বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।—আচ্ছা, রোজ কেন ডাকে না ? পাঁচটা করে টাকা পেতাম, আর এক ঝাঁপি করে তাড়ি পেতাম। বৌকে বলতাম, এই রইল তোর টাকা, আর এই রইল আমার তাড়ি।—বড়বাবুর কিন্তু দিল্ ভাল।

সদাশিব ॥ (একপাশে সরে এসেছে) যোগিন্দর! (যোগিন্দর কাছে যায়) মহামায়াকে মনে আছে?

নকুল ॥ (চিৎকার করে) চামার!

ভূষণ ॥ (খিল খিল হাসি) আবার বলে চামার। চামার তো জুতো সেলাই করে।

নকুল ॥ তোমার মুণ্ডু করে। চামার হল সে, যে নাকি ভাগ'ড়ের মড়ার চামড়া বেচে খায়।

শ্রীমন্ত ॥ না না, এটা তোমার ঠিক হল না। বড়বাবু চাল বেচে খায় ; চামড়া বেচে খাবে কেন ?

অনাদি ॥ কিন্তু চামড়া বেচে না-খেলে সে চামার হবে কি করে ? ও যে বলল, চামার!

যোগিন্দর ॥ তুমি ঠিক বলছ ? দেখেছ তাকে ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ, আমি দেখেছি। ইষ্টিশান থেকে আমরা যখন আসছিলাম, তখন দেখেছি—ও যাচ্ছে।

যোগিন্দর ॥ ওরাও দেখেছে ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ। তবে ওরা বলল, ভূত দেখেছে। কিন্তু আমি বললাম—মহামায়া দেখেছি।

যোগিন্দর ॥ তোমরা ইষ্টিশানে গেছিলে কেন ?

সদাশিব ॥ কাজে।

যোগিন্দর ॥ কি কাজে ?

সদাশিব ॥ বলব না।

যোগিন্দর ॥ বলবে না !

সদাশিব ॥ না, বলব না।

যোগিন্দর ॥ তুমি ওদের সঙ্গে গিয়ে বস সদাশিব ; যা করতে এসেছ, তাই কর। ওসব মাতালের গপ্পে আমার কাজ নেই।

সদাশিব ॥ তার মানে, আমি মাতলামী করতে এসেছি ?

যোগিন্দর ॥ না ; ঠাকুর পূজো করতে এসেছ।

সদাশিব ॥ তার মানে, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না ?

যোগিন্দর ॥ না ; করি না।

সদাশিব ॥ এই ! ও বিশ্বাস করে না।

নকুল ॥ কে বিশ্বাস করে না ? আমি বলছি, বড়বাবু আমাদের পাঁচ টাকা করে মজুরী দিয়ে আমাদের সবার চামড়া বেচে খাবার ব্যবস্থা করেছে। আমরা সব ভাগাড়ের মড়া।

ভূষণ ॥ (সহাস্যে) আবার বলে ভাগাড়ের মড়া। মড়া কি কখনো কথা বলে ?

নকুল ॥ বলুক, ও বিশ্বাস করে না ?

সদাশিব ॥ (অনাদিকে) এই বল না, তোরা দেখিসনি ?

অনাদি ॥ কি ?

সদাশিব ॥ ইষ্টিশান থেকে আসার সময় মজা বিলটার ধারে—

নকুল ॥ গুণে গুণে সবগুলো বস্তা গুদোমে তুলে দিলাম। দারোয়ান তালা দিল। আমাদের হাতে টাকা দিল। আমরা

তাড়ি খেয়ে নাচতে নাচতে চলে এলাম।—বলুক, ও বিশ্বাস করে না?

সদাশিব।। তাড়ি আমি আজ নতুন খাচ্ছি না। চোখেও ছানি পড়ে নি। আমি দেখেছি, ও মহামায়া।

অনাদি।। ভূত।

শ্রীমন্ত।। ৯-কার যেন ডিগবাজী খায়। বড়বাবু নিশ্চই ভাল লোক; নইলে—

সদাশিব।। একেবারে বুড়ি হয়ে গেছে। মাথার চুল সাদা, সামনে দুটো দাঁত নেই, মুখটা তুবড়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কুঁজো হয়ে হাঁটছিল; হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতে ওরা বললে—ভূত; আমি বললাম, মহামায়া। আমি তো জানি, এককালে তোমার সঙ্গে ওর—

যোগিন্দর।। চুপ, চুপ!....মাতলামী করতে হয়, নিজের বাড়ি যাও। আমি ও গপ্প শুনতে চাই না।

নকুল।। কি! আমায় বলে চুপ! তারমানে আমার কথা বিশ্বাস করে না! আমরা যে মাথায় করে বস্তাগুলো গুদোমে তুলে দিয়ে এলাম, সেই চাল খাবে কে শুনি? শালা আমায় বলে, চুপ!

অনাদি।। (হারুকে) তুমি বল না, আমরা কিরা করি নি যে, কাউকে কিছু বলব না?

নকুল।। কেন বলব না? নিশ্চই বলব। ও আমার কথা বিশ্বাস করে না কেন?

হারু।। তাই বলে তুমি যে-কথা বলার নয়, তাই বলবে?

নকুল।। বেশ করব, বলব। ও বিশ্বাস করে না কেন?

অনাদি ॥ ওটার জিভ খসে যাবে, সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হবে ; কালীর নামে কিরা করে বেটা এখন উল্‌টো কথা বলছে।

ভূষণ ॥ আবার বেটা ! (খিলখিল হাসি) কি হলে বেটা হয় রে ?

সদাশিব ॥ আমি বলছি, মহামায়া। নিশ্চয় ও গাঁয়ে ফিরে এসেছে। মাথায় সিঁদুর দেখিনি ; নিশ্চয় ও বিধবা হয়েছে।

যোগিন্দর ॥ (গর্জন) খবরদার ! আর একটা কথা বললে আমি তোমায় ঘাড় ধরে এখান থেকে বের করে দেব।

নকুল ॥ আমি হাজারটা কথা বলব,—আমায় ঠেকা। বড়বাবু চামার—বেশ করব, বলব। আমায় ঠেকা।

অনাদি ॥ জিভ খসে যাবে। কুষ্ঠ হবে।

হারু ॥ খাঁড়ার এক কোপে মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে। কিরা মানিস্‌ না !

শ্রীমন্ত ॥ না না, কথা যদি একটা বলেই থাকে—

অনাদি ॥ আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

নকুল ॥ অত চাল কে খাবে ?

হারু ॥ কালীর নামে কিরা ! বেটা নির্বংশ হবে।

সদাশিব ॥ মহামায়া, মহামায়া, মহামায়া। আমি নিশ্চয় দেখেছি। সে গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

নকুল ॥ বেশ করব, নুন খাব।

অনাদি ॥ তাহলে তার গুণও তোকে গাইতে হবে।

নকুল ॥ গাইব না।

অনাদি ॥ তাহলে তুই গোল্লায় যা।

নকুল ॥ বেশ করব, গোল্লায় যাব।

ভূষণ ॥ এই, বড়বাবু তাড়ি খায় ?

সদাশিব ॥ আমি তখন থেকে বলছি—

নকুল ॥ অত চাল কে খাবে ?

শ্রীমন্ত ॥ না না, কথা যদি একটা বলেই থাকে—

[গোলমাল ক্রমশ হট্টগোলে পরিণত হয়। শ্রীমন্ত সবাইকে কি বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ শোনে না ; সবাই নিজের নিজের কথা বলে যায়। কে কাকে কি বলছে, কিছুই বোঝা যায় না ; শুধু হৈ চৈ। ভূষণ একপাশে সরে এসে বাঘের-মুখোস পরে।]

ভূষণ ॥ (হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে) সাপ—

[ভয় পেয়ে হুদ্দুর করে সবাই গিয়ে দাওয়ায় ওঠে। ভূষণ বাঘের মুখোস পরে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে দুলে দুলে গান ধরে।]

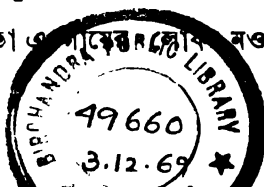
গান— নিতাই এনেছে নাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম
নিতাই এনেছে নাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম····

[লাঠি হাতে বড়বাবু প্রবেশ করে, একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে তাকে দেখে ভূষণের গান থেমে যায়। আর সবাই তটস্থ।]

বড়বাবু ॥ (যোগিন্দরকে) কাল সকালে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'র যোগিন্দর। কথা আছে। কেমন !

[অপরদিক থেকে নন্দলালের প্রবেশ।]

(নন্দলালকে) তুমি তো এ গাঁয়ের লোক নও। যখন-তখন এসে হাজির হও কেন ?


LIBRARY
49660
3.12.69

নন্দলাল॥ কাজ থাকে।

বড়বাবু॥ কাজ থাকে! কী কাজ? (নন্দলাল নিরুত্তর) চলি যোগিন্দর। তুমি এসো কিন্তু। (প্রস্থান। সবাই তার দিকে চেয়ে থাকে।)

নিষ্প্রদীপ

[আলো জ্বলতে দেখা গেল—ওই একই দৃশ্যসজ্জা। নন্দলাল ও যোগিন্দর বসে কথা বলছে।]

যোগিন্দর॥ আপনার বয়েস কম। এত কথা শিখলেন কোথা থেকে?

নন্দলাল॥ ঠিক শিখেছি কি না, বলুন।

যোগিন্দর॥ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

নন্দলাল॥ হ্যাঁ।

যোগিন্দর॥ আমি জানি না।

নন্দলাল॥ এটা কিন্তু ঠিক বললেন না। আপনারই তো জানা উচিত সবচেয়ে বেশী।

যোগিন্দর॥ কী জানব?

নন্দলাল॥ আপনারা দুই ভাই···আচ্ছা, আপনার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

যোগিন্দর॥ আমার যখন ছেলেবেলা, আপনি তখন জন্মাননি।

নন্দলাল॥ জানি। আমি সেকথা বলছি না। বলছিলাম. আপনাদের তো অনেক জমিজমা ছিল।

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ ; বাবার আমলে—

নন্দলাল ॥ সে সব গেল কোথায় ?

যোগিন্দর ॥ কি !

নন্দলাল ॥ কাঁচা পয়সা তো নয় যে, খরচ করে ফুরিয়ে ফেলেছেন। জমি হল এমন জিনিস—

যোগিন্দর ॥ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এত বোঝেন, আর এটা বোঝেন না ?

নন্দলাল ॥ কার হাতে গেছে ?

যোগিন্দর ॥ ধ্যাৎ ! আপনি এত জেরা করেন কেন মশাই ? এক গাদা কথা শোনালেন ; তার কি বুঝেছি, আমিই জানি। জমি ছিল ; জমি নেই ; গেছে কোথাও। তা, আমার অত খবরে আপনার কি কাজ ?

নন্দলাল ॥ এক গেলাস জল খাব।

যোগিন্দর ॥ বসুন। (উঠে যায়, জল নিয়ে আসে) শুধু জল দিলাম ; সঙ্গে দেবার মত ঘরে কিছু নেই।

নন্দলাল ॥ ঠিক আছে। (জল খায়।)

যোগিন্দর ॥ এমন জায়গায় ঘা দিয়ে কথা বলেন···বললে তো অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু কী লাভ ? যা গেছে, তার জন্যে হাত কামড়ালে তো ফেরত পাব না।

নন্দলাল ॥ চেষ্টা করে দেখুন না, ফেরত পাওয়া যায় কিনা।

যোগিন্দর ॥ আবার সেই কথা !

নন্দলাল ॥ কথা তো একটাই। অনেকের মত আপনাদেরও জমিজমা ছিল ; কিন্তু কেমন করে সব গিয়ে জমা হল একজনের গর্ভে,

আপনারাও জানেন না ; আপনার বাবাও হয়তো জানতেন না। ....আচ্ছা, তাবৎ ফসল যে একজনে কিনে নিয়ে জমা করল চড়া দামে বেচবে বলে,—আপনারা বাধা দেননি কেন ?

যোগিন্দর ॥ আমাদের ঘরে থাকলে সরকার জোর করে কেড়ে নিত।

নন্দলাল ॥ তাই বুঝি ওঁর কাছে গচ্ছিত রাখলেন ?

যোগিন্দর ॥ এক রকম তাই।

নন্দলাল ॥ এখন যদি উনি চোরা-দামে ব্যবসা শুরু করেন ?

যোগিন্দর ॥ ব্যবসা—ব্যবসাই। অত ভাবলে চলে না।

নন্দলাল ॥ আপনারা খাবেন কি ?

যোগিন্দর ॥ ধ্যাৎ! অনেক রাত্তির হয়েছে ; মশাই আপনি এখন উঠুন তো।

নন্দলাল ॥ হ্যাঁ, উঠি।....বলছিলাম, এখনও সময় আছে। দশে মিলে মন ঠিক করে নামতে পারলে এখনও নিজেদের বাঁচাতে পারি। এর পরে হয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।

[সদাশিবের প্রবেশ]

সদাশিব ॥ আপনি এখনও এখানে বসে আছেন! ....কী ব্যাপার! যোগিনের মুখ ভার কেন! রেগে আছে বুঝি ?

যোগিন্দর ॥ তোমাদের এসব আমার ভাল লাগে না।

সদাশিব ॥ কি সব ভাল লাগে না ?

যোগিন্দর ॥ আমাকে আমার মত থাকতে দাও না।—জোর করে তো কেউ আমার জমি কেড়ে নেয়নি। কপালের ফেরে রাজা ফকির হয়। আমাদেরও এককালে জমি ছিল। এখন দুটো হাত মাত্তর

সম্বল। সুদিন এলে আবার ঘর গোছাতে পারব; নইলে এমনি চলবে। চলুক না। তোমরা কেন এর মধ্যে—

সদাশিব॥ (নন্দলালকে) চলেন, আমরা যাই।

যোগিন্দর॥ হ্যাঁ, যাও। ওইসব কথা নিয়ে আমার কাছে আর এসো না!

[নন্দলাল ও সদাশিবের প্রস্থান। কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে মহিন্দরের প্রবেশ।]

মহিন্দর॥ লোকটা কী বলছিল?

যোগিন্দর॥ কিছু না। দে—(হুঁকো-কলকে মহিন্দরের হাত থেকে নেয়।)

মহিন্দর॥ আমি শুনেছি। (যোগিন্দর হুঁকো টানে) কথাগুলো কিন্তু মন্দ বলেনি।

যোগিন্দর॥ চোপ রও।…ভাল-মন্দ আমি বুঝি না; উনি বোঝাতে এসেছেন। ওকে বলে দিবি, ফের যেন এ বাড়িতে পা না দেয়।

[মহিন্দর কিছু না বলে উঠুনে এসে বসে; মুখ তুলে আকাশ দেখতে থাকে।]

খেয়ে-দেয়ে এসে বসলি আকাশের তারা গুণতে,—ঘুমোতে যাবি না?

মহিন্দর॥ ঘুম পায় না। (একটুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।) আচ্ছা দাদা, মা মারা যাওয়ার সময় আমি কত বড়?

যোগিন্দর॥ বড় না; ছোট। তোর বয়েস তখন চার।

মহিন্দর॥ কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে মা'র চোখ দুটো।

আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন বলত।....তুমিই তো আমায় মানুষ করেছ ?

যোগিন্দর ॥ জানি না।

মহিন্দর ॥ আমার ওপর রাগ কর কেন ? নন্দলাল কি বলে গেল, তার জন্যে—

যোগিন্দর ॥ আমিও শুনিয়ে দিয়েছি। ওসব দল বেঁধে হুজ্জুত করার মধ্যে আমি নেই। আমাকে আমার মত চলতে দাও।

মহিন্দর ॥ তুমি দাদা একটা বিয়ে কর।

যোগিন্দর ॥ এইবার চড় খাবি মহিন। যা, শুতে যা।

মহিন্দর ॥ আমার থেকে তো মোটে পনেরো বছরের বড়। এ বয়সে কেউ বিয়ে করে না ? পঞ্চাশ-ষাট বছরেও তো কত লোকে—

যোগিন্দর ॥ তোর কি অসুবিধেটা হচ্ছে শুনি ? রেঁধে খেতে যদি কষ্ট হয় তো বল, ও কাজ আমিই করব।

মহিন্দর ॥ তবু তুমি বিয়ে করবে না ?

যোগিন্দর ॥ নাঃ।

মহিন্দর ॥ কেন ?

যোগিন্দর ॥ বড় ভাইয়ের কাছে কৈফিয়ৎ চাস !

মহিন্দর ॥ বল না, বল না শুনি, কেন তুমি বিয়ে করবে না।

যোগিন্দর ॥ করলে অনেক আগেই করতে পারতাম। এখন আর হয় না।

মহিন্দর ॥ বাড়িটার দশা হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া। একটা মা নেই, একটা বোন নেই, একটা বৌদি নেই। তেপান্তরের মাঠের মাঝে যেন একটা স্যাওড়া গাছ হাত-পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। রোদ্দুরে

পোড়ে, জলে ভেজে, শীতে কুঁকড়ে যায়।···আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলেও ধরে-বেঁধে একটা ব্যবস্থা করে দিত।

যোগিন্দর ॥ ঠিক আছে ; ধরে-বেঁধে একটা ব্যবস্থা করে দেবে'খন। তুই শুতে যা দেখি।

মহিন্দর ॥ (ঔৎসুক্য) কথা হচ্ছে ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ, হচ্ছে।

মহিন্দর ॥ কার সঙ্গে ?

যোগিন্দর ॥ সে আছে একজন।

মহিন্দর ॥ বল না, বল না—কে।

যোগিন্দর ॥ এইবার সত্যিই এক চড় লাগাব মহিন। বলি, সকালে উঠতে হবে তো, না কি !

মহিন্দর ॥ ওঃ! যা হবে না! বাড়ি-ঘর-দোরের চেহারা কিন্তু পালটাতে হবে দাদা। যা ছিরি, পরের মেয়েকে তো আর এর মধ্যে আনা যাবে না। এই ঘরটাকে ভেঙে বড় করতে হবে। আর এইখানে রান্নাঘর—

যোগিন্দর ॥ ল্যাও ! ও দেখি এখুনি হিসেব কষতে বসল ! (ঈষৎ ধমকের সুরে) মহিন !

মহিন্দর ॥ কি বলছ ?

যোগিন্দর ॥ বলছি, এখন শুতে যাও।····যত বাজে কথা।

মহিন্দর ॥ তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক দাদা। মা-বাবা সগ্‌গ থেকে দু হাত তুলে তোমাকে আশীব্বাদ করবে।

[দুই লাফে মহিন্দর ঘরে যায় ; যোগিন্দর বসে থাকে, হুঁকো টানে।]

যোগিন্দর ॥ (স্বগত) বয়েস তো হল। আমার থেকে পনেরো বছরের ছোট; তার মানে পঁচিশ। এই বয়সে বিয়ে না দিলে শেষে আমার দশা হবে। ঠিক আছে; কাল থেকে খোঁজ-খবরে লাগাব'খন।....ভাইটা আমার ভালই; ওর জন্যে ভাল মেয়েই পাব।....

[হুঁকোটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে। হাই তোলে। উঠে দাঁড়ায়; আকাশের দিকে তাকায়।]

ওই বোধহয় সপ্তর্ষি। নাঃ, ল্যাজ নেই তো। (নিজের মনে হেসে ফেলে) ল্যাজ না থাকলে কখনো সপ্তর্ষি হয়!

[ঘুরে ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বাইরের দিকে কি যেন দেখেছে। এক-পা এক-পা করে যোগিন্দর পিছু হটে; বারান্দায় এসে ঠেক খায়।]

কে ওখানে!

[সহাস্য বদনে মহামায়ার প্রবেশ।]

মহামায়া ॥ তুমিও আমায় দেখে ভয় পেলে! মহিন আমাকে চিনতে পারেনি। বুড়ি আমাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল।....আমি সত্যিই বুড়ি হয়ে গেছি, না যোগিনদা?

যোগিন্দর ॥ তাহলে, সদাশিব....তুমি....না—

[মহিন্দর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।]

মহিন্দর ॥ কি হল!

মহামায়া ॥ অনেক দিন পরে দেখছে কি না, তাই আমাকে চিনতে পারেনি।

যোগিন্দর ।। কিন্তু মহামায়া তোর এ কী দশা !

মহামায়া ।। তুই ঘরে যা মহিন্ ।

[মহিন ঘরে যায়]

যোগিন্দর ।। (মহামায়াকে দেখে) হ্যাঁ, সেই চোখ ।....কিন্তু তুই....কী হয়েছে তোর !

মহামায়া ।। দেখে বুঝছ না, আমার মাথায় সিঁদুর নেই ?...আমি বিধবা, যোগিনদা। একটু বসি না। (বসে) আহ্ ; কতদিন এ বাড়িতে আসিনি ;....কথা বল যোগিনদা ; অমন চুপ করে থেকো না ।

যোগিন্দর ।। তুই বল মহামায়া। আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না।

মহামায়া ।। আমি বলব ? বেশ, তাহলে শোন। আমার শ্বশুর বাড়ির কথা ।....আমার বিয়ের দিন তুমি যাও নি, না ?—না, যাওনি ।....সেদিন শুভদৃষ্টির সময় আমার ভীষণ ভয় করেছিল। পাশে কে ছিল,—তার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম। মনে আছে।...শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় খুব কেঁদেছিলাম....তুমি থাকলে সেদিন তুমি আমাকে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যেতে দিতে না ।...শুনছো যোগিনদা ?

যোগিন্দর ।। বল্ ।

মহামায়া ।। আমার বরের অসুখ ছিল। যক্ষা। দু'বছর পর সে শুকিয়ে মরে গেল ; আমি বিধবা হলাম। খবর পেলাম, বাবাও মারা গেছে। তাহলে আমার রইল কে ? বাড়ির কথা ভেবে খুব কষ্ট হত ;—পোড়ো-বাড়ি হয়ে গেল তো।...যোগিনদা ! ক্ষিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দেবে ?

[যোগিন্দর মাথা নীচু করে বসে ছিল। শেষ কথাটায় চমকে মাথা তুলে এক পলক মহামায়াকে দেখে নেয়। দ্রুত ঘরে যায়। একটা পাত্রে কিছু মুড়ি এবং এক গেলাশ জল মহামায়ার সামনে রেখে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসে।]

খেতে বল না বাপু। বল না—মহামায়া খা।

[যোগিন্দর নির্বাক।]

আমি বুঝেছি, তোমার কান্না পাচ্ছে। তুমি বলতে পারবে না!

যোগিন্দর ।। তুই খা মহামায়া।

মহামায়া ।। হ্যাঁ, খাচ্ছি। (খেতে আরম্ভ করে।)

যোগিন্দর ।। কিন্তু এত বছরের মধ্যে তুই তো একবারও এদিকে আসিসনি।

মহামায়া ।। কার কাছে আসব? বাবা মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়িতে তো আর কেউ ছিল না।

যোগিন্দর ।। কেন, আমাদের কাছে—(থেমে যায়।)

মহামায়া ।। বলতে পারলে না তো! জানতাম, পারবে না। ওই কথাই যদি বলতে পারবে, তাহলে আজ আমি এই অবস্থায় তোমার সামনে এসে দাঁড়াব কেন? আমার চেহারা আজ অন্যরকম হত।....বুঝলে না? বলছিলাম, তোমার সাহস নেই। সেদিনও ছিল না; আজও নেই।

যোগিন্দর ।। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

মহামায়া ।। কি করে ভাবব! এগারো বছর শশুরবাড়িতে কাটিয়েছি।

তার মধ্যে স্বামী বেঁচে ছিল মাত্তর দু বছর। তারপর ন'টা বছর আমার কেমন করে কেটেছে শুনবে? কানে আঙ্গুল দিও না।—আমার ভাসুর আমাকে চেয়েছিল।....হাঁ করে দেখছ কি! যা বলছি, তাই। দিন-রাত্তির সারাক্ষণ তার লোভের আকর্ষণের সঙ্গে লড়াই করে আমাকে বাঁচতে হয়েছে। শেষ দিকে আমাকে দু-বেলা পেটভরে খেতে দিত না। মারধোর করত। ঘরে তালা বন্ধ করে রাখত। তবু আমি পারিনি।....আমি নিস্ফলা যোগিনদা; শুকিয়ে মরে গেছি। তাহলে তুমিই বল, তোমার কথা আমি ভাবব কখন!···কষ্ট হচ্ছে তো?—কিন্তু কোন কষ্ট হত না যদি তুমি এমন ভীতু না হতে।

যোগিন্দর।। কিসের ভয়!

মহামায়া।। তুমিই জান।

যোগিন্দর।। আমার সঙ্গে বিয়েতে তোর বাবা রাজী হল না; বড়লোক পাত্তর দেখে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। আমি তখন কী করতে পারি বল।

মহামায়া।। পারতে। সাহস থাকলে বিয়ের পিঁড়ি থেকে সেদিন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে আসতে পারতে। পারতে না?

যোগিন্দর।। তারপর?

মহামায়া।। তারপর বলতে, মহামায়া আমার বউ।—পুরুত ডেকে আমরা মন্তর পড়তাম। সবাই এসে আশীর্ব্বাদ করে যেত। আর—সেই লোকটা না,—তুমি হতে আমার বর।....পারনি। সেদিনও পারনি, আজও পারবে না।

যোগিন্দর ॥ মিথ্যে কথা। (উঠে দাঁড়ায়) মনে করে দেখ মহামায়া —বিয়ের দু-দিন আগে আমি তোকে কি বলেছিলাম।

মহামায়া ॥ কি বলেছিলে ?

যোগিন্দর ॥ আমি তোর হাত ধরে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে আয়। কিন্তু তুই আমাকে ফিরিয়ে দিলি।....পুরুষ হয়ে জন্মেছি বলে কি আমার অভিমান থাকতে নেই ? তুই মুখ ফেরাতে পারিস ; আমি মুখ ফেরাতে পারি না ?

মহামায়া ॥ তুমি মুখ ফিরিয়েছ বলেই তো আজ আমার—

যোগিন্দর ॥ আর আমার ? আমি ফুরিয়ে যাইনি ? কেন ? লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি পারতাম না আর পাঁচজনের মত সুখে জীবন যাপন করতে ?

মহামায়া ॥ করনি কেন ?

যোগিন্দর ॥ তোর জন্যে।

মহামায়া ॥ আমি একদিন ফিরে আসব, এই আশায় ? (যোগিন্দর নির্বাক) যোগিনদা, সেদিন তুমি আমার মন বোঝনি। আমি কেমন করে বলি—চল, আমরা চলে যাই ? আমি না সেদিন কুমারী ?

যোগিন্দর ॥ তবু তুই আমাকে দুষবি !

মহামায়া ॥ (হেসে ফেলে) মজা হয়েছে। এখন তুমিও নেই, আমিও নেই ; কে কাকে দুষবে বল।....মহিনের বিয়ে দেবে না ?

যোগিন্দর ॥ দেব।

মহামায়া ॥ (কাছে আসে) আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে ?

যোগিন্দর ॥ বাড়ি !

মহামায়া ॥ হ্যাঁ, আমি যেখানে আছি ; সেই পোড়ো-বাড়ি,—আমার বাপের বাড়ি। জান যোগিনদা, আমার ভাসুর যদি মন করে, অনায়াসে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে ওখান থেকে। ধারে কাছে কেউ ঠেকাবার নেই তো।

যোগিন্দর ॥ চল মহামায়া, তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

[যোগিন্দর রওনা হয়, কিন্তু মহামায়া নড়ে না।]

মহামায়া ॥ যোগিনদা !···ও বাড়িতে একা থাকতে আমায় ভীষণ ভয় করে। রাত্তিরবেলা কত রকম শব্দ হয়। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না। (হঠাৎ যোগিন্দরের হাত ধরে) যোগিনদা, আমাকে তোমার এখানে থাকতে দেবে ?

[যোগিন্দর হাত ছাড়িয়ে ওপাশে সরে যায়। কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত।]

যোগিন্দর ॥ চল মহামায়া, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মহামায়া ॥ (যোগিন্দরের মুখের দিকে চেয়ে দেখে) বেশ। চল।

[পিছন দিক দিয়ে দুজনের প্রস্থান। মহিন ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়—দুজনকে দেখে। হাঁকডাক করতে করতে লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ ॥ যোগিন্দর !····এই যে মহিন, শিগ্‌গির যোগিন্দরকে ডাক।

মহিন্দর ॥ দাদা বাড়ি নেই।

লক্ষ্মণ ॥ বাড়ি নেই ! এত রাত্তিরে আবার গেল কোথায় ?

মহিন্দর ॥ জানি না।

লক্ষ্মণ ॥ জানিস না ?

মহিন্দর ॥ না। কিন্তু এত রাত্তিরে তুমি হঠাৎ···কি ব্যাপার !

লক্ষ্মণ ॥ সে অনেক ব্যাপার ; তোকে বলা যাবে না।—একটু বসি ?

মহিন্দর ॥ বসে কি হবে ? আমি তো এখন ঘুমোতে যাব।

লক্ষ্মণ ॥ তা বটে। একা একা কতক্ষণ বসে থাকব ?—কিন্তু ওদিকে কথাবাৰ্ত্তা সব পাকা করে এসেছি ; বুড়ির মা রাজী ; —এই শুভ সংবাদটা দেবার জন্যে মনটা উস্‌খুস্‌ করছে। বাবু আবার রাত দুপুরে চরতে বেরোলেন।—কোথায় গেছে জানিস ?

মহিন্দর ॥ না।

লক্ষ্মণ ॥ তা-ও জানিস না ?

মহিন্দর ॥ না।

লক্ষ্মণ ॥ ঠিক আছে। কাল হবে।—সকালবেলা বাবু যেন গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে। আমি থাকব। যত সকালে হয়।

মহিন্দর ॥ আচ্ছা।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান। মহিন্দর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠনে নামে। আকাশের দিকে তাকায়।]

হাঃ হাঃ—বুড়ির মা রাজী হয়েছে···

[মহিন্দর ছেলেমানুষের মত লাফাতে লাফাতে ঘরের দিকে যায়।]

বুড়ির মা রাজী হয়েছে—হাঃ হাঃ, বুড়ির মা রাজী হয়েছে····

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ববৎ। পরদিন সকালবেলা। পিছন দরজা দিয়ে বুড়ি উঁকি দেয়।]

বুড়ি ॥ মহিনদা!

মহিন্দর ॥ (ঘরের ভিতর থেকে) কে রে! (বাইরে আসে) এই সক্কালবেলা এসে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছিস,—দাদা যদি দেখে ফেলে?

বুড়ি ॥ দাদা নেই, আমি খোঁজ নিয়ে এসেছি।....দেখছ কি? দাদা তো এখন আমাদের বাড়িতে বসে মামার সঙ্গে কথা বলছে।

মহিন্দর ॥ তা বলুক। কিন্তু হুট্ করে যদি এসে পড়ে?

বুড়ি ॥ আমি ঠিক পালিয়ে যাব। দেখতে পাবে না।...আচ্ছা, মামার সঙ্গে দাদা কি কথা বলছে—তুমি জান?

মহিন্দর ॥ নাঃ।

বুড়ি ॥ আমি জানি।

মহিন্দর ॥ কি, বল তো।

বুড়ি ॥ দাদার চাকরী হবে।

মহিন্দর ॥ বড়বাবুর ওখানে?

বুড়ি ॥ হ্যাঁ। মাসে মাসে মাইনে পাবে। আরও কি কি সব পাবে। তোমার দাদাকে মামা খুব স্নেহ করে তো। তাই বোধহয় মামা চায়—তোমাদের একটু বাড়বাড়ন্ত হোক।

মহিন্দর ॥ আমাদের বাড়-বাড়ন্ত হলে তোর মামার কী লাভ ?

বুড়ি ॥ বাঃ ! মামা তোমাদের স্নেহ করে বললাম না।

মহিন্দর ॥ না, আমি বলছিলাম—তোর মামা ব্যবসা করে তো ; তাই লাভ-লোকসানের কথা না-ভেবে হঠাৎ আমাদের স্নেহ করতে যাবে কেন ?

বুড়ি ॥ ব্যবসা করে বলে বুঝি কাউকে স্নেহ করতে নেই ?

মহিন্দর ॥ কিসের ব্যবসা করে রে ?

বুড়ি ॥ কে, মামা ? আমি জানি না।

মহিন্দর ॥ তুমি কিছুই জান না। খাও-দাও আর ছাড়া-গরু হয়ে পুচ্ছ তুলে নেচে বেড়াও।—এখন বাড়ি যা ; আমার কাজ আছে।

বুড়ি ॥ এঁঃ ! কাজ করে তো ফাটাচ্ছে। কম্মের ঢেঁকী।

মহিন্দর ॥ এই সক্কালবেলা এসে গালমন্দ শুরু করলি !

বুড়ি ॥ বেশ করেছি। তুমি আমায় গাল দিলে কেন ? আমি কি গরু ?

মহিন্দর ॥ না, তুমি বলদ। এবারে বাড়ি যাও। দাদা দেখলে দুটোকেই কচু-কাটা করবে।

বুড়ি ॥ ঘেঁচু করবে।....এই মহিন্দা, শোন ; কাল রাত্তিরে লক্ষ্মণদা মার সঙ্গে কি নিয়ে আলোচনা করছিল।

মহিন্দর ॥ (উৎসাহিত) করছিল বুঝি ? কি—কি বলছিল রে ?

বুড়ি ॥ লক্ষ্মণদার কথা শুনতে পাইনি। তবে মা বললে—বেশ তো।

মহিন্দর ॥ বলেছে ? হাঃ হাঃ ।....ঠিক আছে। সাত পাক ঘুরিয়ে

একবার এ বাড়িতে এনে ফেলি, তারপর....মুখে মুখে শুরু করা—ঠেঙিয়ে লোপাট করব।

বুড়ি ॥ এঁ! ঠেঙিয়ে লোপাট করবে। আমার যেন আর পা নেই!

মহিন্দর। তার মানে! তুই আমাকে লাথি মারবি।

বুড়ি ॥ ধ্যাৎ! ও কথা বললাম নাকি? বললাম, মামার বাড়ি পালিয়ে যাব। ছুটে পালাতে পা লাগে না?

[দুজনেই হেসে ফেলে।]

মহিন্দর ॥ আচ্ছা বুড়ি, বিয়ের পর তুই আমার পা-ধোওয়া জল খাবি?

বুড়ি ॥ আবদার! যে না পায়ের ছিরি!

মহিন্দর ॥ (বাইরের দিকে চেয়ে) বুড়ি!....দাদা।—শিগ্‌গির পালা

—[বুড়ির পিছন দরজা দিয়ে প্রস্থান। মহিন্দর ঘরে যায়। প্রবেশ করে যোগিন্দর, লক্ষণ ও বড়বাবু।]

যোগিন্দর ॥ আসুন।....কোথায় যে বসতে দি। লক্ষ্মণদা—

বড়বাবু ॥ ঠিক আছে; ব্যস্ত হয়ো না! আমি বসব না।

যোগিন্দর ॥ এতখানি পথ শুধু শুধু হেঁটে এলেন—

বড়বাবু ॥ ও কিছুনা। আসলে, সকালবেলা আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না। বয়েস হয়েছে; কখন চোখ ওলটাবো, কে জানে। তাই ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়—যাক, আর একটা সকাল। যাই, আর একবার চোখ মেলে সব দেখে আসি। দেখে তো আর তৃপ্তি নেই।....বাড়ি-ঘরের চেহারা এমন করে রেখেছ কেন?

লক্ষ্মণ ॥ কে করবে বলেন। ঘরে লক্ষ্মী না-থাকলে কখনো

লক্ষ্মীর ছিরি আসে? কতবার বলেছি, কিন্তু কিছুতেই কানে নেয় না।

যোগিন্দর ।। না না, লক্ষ্মণদা; ঘর-দোর গুছিয়ে রাখতে টাকা-পয়সাও লাগে তো।

বড়বাবু ।। টাকা-পয়সার ব্যবস্থাও তো আমি করলাম। এইবার সবদিক গুছিয়ে নাও।

লক্ষ্মণ ।। হ্যাঁ, এইবার সব হবে। একবার যখন মন ফিরেছে—

বড়বাবু ।। আর শোন যোগিন্দর, আমি যে তোমাকে চাকরী দিচ্ছি—এটা পাঁচ-কান করার দরকার নেই। চাকরী—চাকরী; কোথায় করছ, কি কাজ করছ,—এ জেনে পাঁচজনের কী লাভ!

যোগিন্দর ।। আজ্ঞে হ্যাঁ—

বড়বাবু ।। আচ্ছা, এতলোক থাকতে আমি তোমাকে ডেকে কেন কাজ দিতে গেলাম বল তো।

যোগিন্দর ।। কি বলব····আপনি আমাকে স্নেহ করেন—

বড়বাবু ।। না, স্নেহের কথা না। আমি চাই একজন বিশ্বস্ত লোক, যে লোক আমার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দরকার হলে প্রাণপাত করবে। কারণ, আমার স্বার্থ তো তারও স্বার্থ, যেহেতু সে আমার কর্মচারী। আমার লাভ হলে তারও লাভ, আমার ক্ষতিতে তারও ক্ষতি। তাই না?

যোগিন্দর ।। আজ্ঞে হ্যাঁ—

বড়বাবু ।। তাছাড়া, সব কাজ তো সবাইকে দিয়ে হয় না। কেউ শুধু খাতা লেখে, কেউ আবার ম্যানেজার হয়। আসলে, বিশ্বাসটাই বড় কথা।

যোগিন্দর ॥ কিন্তু আমি কি পারব ?

বড়বাবু ॥ পারবে, পারবে। কাজটাকে নিজের বলে মনে ক'র, দেখবে কোন অসুবিধা হবে না।

লক্ষ্মণ ॥ আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; যোগিন্দর ঠিক পারবে।

বড়বাবু ॥ আমি জানি।···আর কি ! এবারে একটা শুভদিন দেখে বুড়িকে এ বাড়িতে নিয়ে এস। ঘর-দোরের চেহারা ফিরুক। টাকা পয়সার অভাব হবে না ; আমি দেব।—আসলে কি জান, বাড়িতে বৌ-বাচ্চা না-থাকলে বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়।

লক্ষ্মণ ॥ দুটো ভাই—একটাও বিয়ে করল না ; ওসব হবে কোত্থেকে ?

বড়বাবু ॥ হবে, হবে ; এইবার সব হবে।—আমি চলি যোগিন্দর।

যোগিন্দর ॥ চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

বড়বাবু ॥ আরে না, না ; আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। গাছ-পালা-মাটি দেখতে দেখতে আমি ঠিক চলে যাব। পায়ে ঠোক্কর খেলে—লাঠি আছে ; সামলাতে পারব না ? চলি।

[বড়বাবুর প্রস্থান]

লক্ষ্মণ ॥ কেমন বুঝলে ?

যোগিন্দর ॥ এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, উনি আমার ওপর এত সদয় কেন।—শুধুই বিশ্বাস ?

লক্ষ্মণ ॥ নয় তো, কি ? নিজের মুখে বলে গেলেন ; শুনলে না ?

যোগিন্দর ॥ শুনলাম। কিন্তু ব্যাপার তো বড় সোজা নয়। লাখ-বেলাখের কারবার—

লক্ষ্মণ ॥ উনি তো বললেন, কাজটাকে নিজের বলে মনে কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

যোগিন্দর ॥ ওইটাই বড় শক্ত কাজ। আসলে, কাজটা তো সত্যি আমার না; ওনার। নিজের বলে ভাবব বললেই কি ভাবা যায়?

লক্ষ্মণ ॥ তোমার এই ট্যাড়া-ট্যাড়া কথার জন্যেই কিছু হয় না। বড়বাবু শুনলে কি ভাববেন, বলতো।....ওসব ছাড়ান দাও। মন দিয়ে কাজে লাগ। বড়বাবুকে খুশী করতে পারলে দেখবে, আর কোন দুঃখ থাকবে না।

যোগিন্দর ॥ নন্দলাল কি বলে জান?

লক্ষ্মণ ॥ কে! সেই বাঁদরটা? আবার এখেনে এসেছিল বুঝি?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ। বেশ বলে কিন্তু কথাগুলো। শুনলে, তখন অবশ্যি গা-পিত্তি জ্বলে যায়; কিন্তু পরে ভাবলে—

লক্ষ্মণ ॥ থামলে কেন?

যোগিন্দর ॥ নাঃ, থাক।

লক্ষ্মণ ॥ দেখ যোগিন্, তুমি যদি নন্দলালের কথা ভাবতে বস তাহলে সাফ সাফ আমাকে জানিয়ে দাও; আমি বড়বাবুকে গিয়ে—

যোগিন্দর ॥ আরে না, না। তুমি আমাকে তাই ভাব নাকি যে, নন্দলালের কথা শুনে অমনি আমি ধেই ধেই করে নাচতে লেগে যাব! ওসব ওদের পোষায়; আমি ওর মধ্যে নেই।

লক্ষ্মণ ॥ বাঁচালে।

যোগিন্দর ॥ কিন্তু লক্ষ্মণদা, ভাবতে কিন্তু সত্যি কেমন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে, থাকগে চাকরী; অমন চাকরী নাই বা করলাম।

লক্ষ্মণ ॥ তার মানে! বড়বাবুর কাছে কথা দিয়ে এসে এখন আবার উল্‌টো ভাবনা!

যোগিন্দর ॥ কথা দিয়ে এসে? কই না, আমি তো কোন কথা দিইনি।

লক্ষ্মণ ॥ তাহলে সেই সকাল থেকে এতক্ষণ হলটা কি?

যোগিন্দর ॥ উনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন, এই রকম একটা কাজ; উনি আমাকে দিতে চান। কারণ আমি নাকি খুব বিশ্বাসী লোক। ব্যস।

লক্ষ্মণ ॥ আর বুড়ির বিয়েটা?

যোগিন্দর ॥ উনি রাজী হলেন।

লক্ষ্মণ ॥ আর বাড়ি সারাবার জন্যে টাকা?

যোগিন্দর ॥ তা-ও দেবেন বললেন।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু কেন?

যোগিন্দর ॥ "কেন" মানে?....ও, তুমি বলছ—

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ। চাকরী, বুড়ির বিয়ে, ঘর সারাবার জন্যে টাকা—হলে সব একসঙ্গে হবে, আর না-হলে কোনটাই হবে না।

যোগিন্দর ॥ বুঝলাম।...কিন্তু হ্যাঁ-না পাকা কথা তো আমি কিছু বলিনি।

লক্ষ্মণ ॥ না-বললেও, তোমার ভাব-ভঙ্গী দেখে উনি বুঝেছেন—তুমি রাজী।

যোগিন্দর ॥ না না, তা কি করে—

লক্ষ্মণ ॥ (বাধা দেয়) শোন যোগিন্দর, ওসব ফালতু ভাবনা ছেড়ে চল, ভট্‌চাজ্জি মশায়ের কাছে। গিয়ে পাকা-দেখার দিনটা ঠিক করে আসি।

যোগিন্দর ॥ তার মানে, তুমি বলছ—

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ। অনেক বেলা হয়ে গেছে যোগিন্দর ; ঘর-সংসার আর বেশীদিন এভাবে ফেলে রাখা উচিত না।

যোগিন্দর ॥ (গা ঝাড়া দিয়ে) চল, ভট্‌চাজ্‌ না কার কাছে যাবে বলছিলে। (হেসে) তুমি লক্ষ্মণদা আমার ভাল করছ, না মন্দ করছ,—বুঝতে পারছি না। চল।

[দু পা এগিয়ে হঠাৎ থামে ; লক্ষ্মণের নাকের সামনে তর্জনী নাড়ে।]

কিন্তু মনে থাকে যেন, পাকা কথা আমি কিন্তু এখনো দিইনি।

লক্ষ্মণ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে ; পাকা কথা তুমি এখনো দাওনি,— বুঝতে পেরেছি। চল এবার।

যোগিন্দর ॥ (যেতে যেতে) সত্যিই কেমন ভয় ভয় করছে। কিসের থেকে যে কি হয়—

[দুজনের প্রস্থান। মহিন্দর ঘর থেকে বাইরে আসে। পিছন দরজা দিয়ে বুড়ির প্রবেশ।]

বুড়ি ॥ সবার আগে ঘর-দোরগুলো সারিয়ে নিতে হবে। আমি কিন্তু এর মধ্যে থাকতে পারব না।

মহিন্দর ॥ চুপ, চুপ....শুনতে পাবে।

বুড়ি ॥ স্ স্ (বাইরে দেখে) কদ্দুর গেল!

মহিন্দর ॥ এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েছেলে আমি কোথাও দেখিনি বাবা! বিয়ে যেন আর কারো হয় না।

বুড়ি ॥ হয় না-ই তো। দেখাও তো, সারা গাঁয়ে এমন বিয়ে ক'টা হয়েছে।

মহিন্দর ॥ খুব হয়েছে। এখন কাট দেখি।

বুড়ি ॥ আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

মহিন্দর ॥ বুড়ি তোর হাতে ধরছি, বলিস তো পায়ে ধরি,—এখন যা।

বুড়ি ॥ ধ্যাৎ! তুমি বড্ড ভীতু।

মহিন্দর ॥ বড্ড ভীতু! বিয়ের আগে বর-কনে দেখা হতে নেই—জানিস?

বুড়ি ॥ না, জানি না।....আচ্ছা, মামা তোমার দাদাকে কি চাকরী দেবে, বুঝলে কিছু?

মহিন্দর ॥ চাকরী—চাকরী; তার আবার বোঝাবুঝি কি আছে?

বুড়ি ॥ তা ঠিক। বুঝতে চাইলেও পারব না। আমি তো মামার বাড়িতে থাকি। মামা ব্যবসাদার; কিন্তু কিসের ব্যবসা, আমি আজও বুঝি না।—থাকগে। মহিনদা, কোন্ ঘরটা তোমার পছন্দ?

[যোগিন্দরের প্রবেশ; কিন্তু এদের এভাবে দেখে দ্রুত প্রস্থান। মহিন্দর বা বুড়ি তাকে দেখতে পায় না।]

মহিন্দর ॥ ওইটা।

বুড়ি ॥ মিলে গেছে। আমারও মন বলছিল, ওইটা।—তাহলে আমরা থাকব ওই ঘরে। দাদাকে দেব বড় ঘরটা; উনি

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তো। আর এইটা হবে রান্নাঘর। —আর কি ?

মহিন্দর ॥ আর····আমাদের ছেলেপুলেরা বড় হলে এইখানে আর একটা ঘর তুলে দেব। তারপর আমরা বুড়ো হয়ে একদিন মরে যাব।

বুড়ি ॥ (মহিন্দরের মুখ চাপা দেয়) আঃ !····অন্য কথা বল।

[নেপথ্যে যোগিন্দরের গলা পাওয়া যায়।]

নেপথ্যে যোগিন্দর ॥ লক্ষ্মণদা, আমি ইদিকে। তুমি এস, কথা আছে।

[দ্রুত বুড়ির প্রস্থান। মহিন্দর ঘরে যায়। পরক্ষণে যোগিন্দরের প্রবেশ। যোগিন্দর দাওয়ায় বসে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হো হো করে নিজের মনে হেসে ওঠে। লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ ॥ কি, খুব খুশী-খুশী লাগছে তো ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ, ভীষণ খুশী। বুঝলে লক্ষ্মণদা, এতদিনে মনে হচ্ছে, একটা কাজের মত কাজ করতে যাচ্ছি। বাবা-মা সগ্‌গ থেকে নিশ্চই আমাকে আশীর্বাদ করবে।

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ ; আমরাও করব।

যোগিন্দর ॥ তাহলে চল। ভট্‌চাজ্জিমশাই এতক্ষণে ফিরেছে বোধহয়। পাকা-দেখা আর বিয়ের দিনটা পাকা করে আসি।

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ, চল।—কিন্তু যোগিন্দর, বিয়ের আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে যে।

যোগিন্দর ॥ কি ?

লক্ষ্মণ ॥ শহরে গিয়ে চুলে একবার কলপ লাগিয়ে আসতে হবে। (হেসে ফেলে) নইলে যে বউ বুড়ো বলবে গো।

যোগিন্দর ॥ ভালই তো। বুড়ির বর বুড়ো। হাঃ হাঃ—

[মহিন্দর ঘর থেকে বাইরে এসে একপাশে দাঁড়িয়ে এদের কথা শোনে। যোগিন্দর মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকে দেখে নেয়।]

লক্ষণ ॥ (কাছে আসে) এখন আর ভয় ভয় করছে না তো ?

যোগিন্দর ॥ (উঠে দাঁড়ায়) নাঃ, আর ভয় করছে না।

লক্ষ্মণ ॥ তাহলে চল।....তোমার দেখাদেখি আমারও আবার একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে গো। (প্রস্থানোদ্যোগ।)

যোগিন্দর ॥ লক্ষণদা !—ছুটে চললে....আমার পাকা কথাটা শুনে যাও !

লক্ষ্মণ ॥ আবার কিসের পাকা কথা !

যোগিন্দর ॥ সবটাই তো ওপর ওপর চলছে। মুখ ফুটে এখনো আমি হ্যাঁ-না কিছু বলেছি ?

লক্ষ্মণ ॥ বলনি মানে !

যোগিন্দর ॥ না, বলিনি।

লক্ষ্মণ ॥ (যোগিন্দরকে একটুক্ষণ দেখে নেয়) তাহলে বল, শুনি।

যোগিন্দর ॥ প্রথমে হল, আমি—কাল না—পরশু থেকে বড়বাবুর কাজে লাগব।

লক্ষ্মণ ॥ বেশ।

যোগিন্দর ॥ তারপর হল, তোমাকে বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর মত করাতে হবে। বুড়িকে বিয়ে করবে—আমি না, মহিন্দর।

লক্ষ্মণ ॥ মহিন্দর!

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু যোগিন্—

যোগিন্দর ॥ আর কথা বাড়িও না লক্ষ্মণদা। আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। বুড়িকে বিয়ে করবে—

লক্ষ্মণ ॥ সবদিক ভেবে বলছ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ গো।

লক্ষ্মণ ॥ (ভাবে) বেশ। তাই হোক।

[মহিন্দর হঠাৎ লাফ দিয়ে দাওয়া থেকে উঠনে নামে।]

মহিন্দর ॥ হাঃ হাঃ—

[পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে জিভ কাটে; এদের সামনে এতখানি উচ্ছসিত হওয়া ঠিক হয়নি। সলজ্জভাবে সে ঘরের দিকে এগোয়। তাই দেখে যোগিন্দর ও লক্ষ্মণ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।]

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[একটা পাঁচ-মিশেলী ছোট দোকানের সামনের অংশ। দোকানদার নরহরি টাটে বসে আছে। দোকানের সামনে একটা বেঞ্চি; সেখানে বসে আছে শ্রীমন্ত। "রেকর্ড সঙ্গীত" বই খুলে সে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। সব গানের সুর প্রায় একরকম, অর্থাৎ বেসুরো। সময় সকাল।]

শ্রীমন্ত ॥ (গান) আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম....

নরহরি ॥ তুই ওইটা গা; ওই যে—পিরিতি বড় জ্বালা সই লো,
পিরিতির জ্বালায় আমার প্রাণ যে বাঁচে না।

শ্রীমন্ত ॥ ওটা তো এ বইয়ে নেই।

নরহরি ॥ নেই?—ঠিক আছে; তুই বানিয়ে বানিয়ে গা।

শ্রীমন্ত ॥ বানিয়ে বানিয়ে গাইব?

[গান ধরে, কিন্তু আগের সুরে।]

পিরিতি বড় জ্বালা সই লো,
পিরিতির জ্বালায় প্রাণ যে বাঁচে না—

তারপর?

নরহরি ॥ বানিয়ে বানিয়ে গা না।

শ্রীমন্ত ॥ পিরিতি—(আর কথা যোগায় না) পিরিতি—

[সদাশিবের প্রবেশ।]

সদাশিব ॥ (নরহরিকে) নুন দাও, লঙ্কা দাও, হলুদ দাও....ছিটে ফোঁটা দাও ; পয়সা বেশী নেই। আর তেজপাতা দাও। (শ্রীমন্তকে দেখিয়ে) ওর গলাটা কেটে কলকাতায় পাঠিয়ে দে, তারা বাঁধিয়ে রাখবে'খন।—গান গাইছে।

নরহরি ॥ না না, ওকথা বল না সদাশিবদা। ওর গলায় সুর আছে···কেমন মিষ্টি—

[সদাশিব হঠাৎ শ্রীমন্তর গলায় হাত দিয়ে কি যেন খুঁটে নিয়ে আসে।]

সদাশিব ॥ পিঁপড়ে···মিষ্টি খাচ্ছিল।

[তিনজনে হাসে।]

শ্রীমন্ত ॥ ওটা হবে না নরহরি ; আমি বরং আর একটা গাই।

নরহরি ॥ গা।

সদাশিব ॥ আর একটা গাইবি! তাহলে তো বসতে হয়।—এট্টা বিড়ি দাও নরহরি।

[নরহরি মুখ ব্যাজার করে বিড়ি-দেশলাই এগিয়ে দেয়।]

নে, গা।

শ্রীমন্ত ॥ আমায় ব'ল না ভুলিতে ব'ল না ;

সে কি ভুলিবার ধন—

[নকুলের প্রবেশ। হাতের থলেটা নরহরির দিকে ছুঁড়ে দেয়।]

নকুল ॥ চাল দাও।

শ্রীমন্ত ॥ (গান) আমায় ব'ল না—

নকুল ॥ (ধমক দেয়) চোপ্।

নরহরি ॥ চাল নেই।

নকুল ॥ কেন?

নরহরি ॥ কেন, তার আমি কি জানি! নেই—নেই; ব্যস্।

নকুল ॥ তাহলে আমি খাব কি?

সদাশিব ॥ হাওয়া খাবি, জল খাবি, ঘাস-পাতা খাবি; এতেও যদি না-হয়, তাহলে খাবি খাবি।

নকুল ॥ বলতে খুব মজা লাগছে, না? ঘরে একদানা চাল নেই। আমি নিয়ে গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে, তবে বউ-বাচ্চা খেতে পাবে। না কি, হাওয়া খেলেই তাদের পেট ভরবে? (চিৎকার করে) চাল দাও।

নরহরি ॥ (চেঁচিয়ে) বললাম তো, চাল নেই।

নকুল ॥ নেই কেন? চিরকাল থেকেছে, আজ নেই বললেই আমি শুনব?

নরহরি ॥ শুনবি না তো যা পারিস করগে যা।—সব সময় সপ্তমে চড়ে আছে, যেন সবাই ওর খাসের প্রজা।

নকুল ॥ তুমি চাল দেবে কি না আমি শুনতে চাই।

নরহরি ॥ আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে! বলি, চাল কি আমি গড়িয়ে দেব। (সদাশিবকে) দেখ দেখি।

শ্রীমন্ত ॥ (গান) আমায় ব'ল না—। ধ্যাৎ, কেউ শোনে না।

[নকুল ওর হাত থেকে "রেকর্ড সঙ্গীত" টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।]

নকুল ॥ (নরহরিকে) আমি এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি, চাল দেবে কি না।

[নরহরি কোন জবাব দেয় না। নকুল হঠাৎ দোকানের ভিতর ঢুকে নরহরির গলা চেপে ধরে। হৈ চৈ বেধে যায়। সদাশিব ও শ্রীমন্ত উঠে গিয়ে নকুলকে ছাড়িয়ে আনে।]

সদাশিব ॥ আচ্ছা মাথা গরম! চাল নেই তো, মেরে ওর কাছ থেকে চাল আদায় করবি? এমন বলদ তো আমি দুটো দেখিনি। তোর মাথায় আছে কী রে, অ্যাঁ?

নকুল ॥ কিন্তু ওরা খাবে কি?

সদাশিব ॥ তার ও কি জানে?

নরহরি ॥ (দোকানের ভিতর থেকে) আমার সঙ্গে চালাকি! দিতাম বাটখারা মেরে মাথাটা ফাটিয়ে—

নকুল ॥ খবরদার—

সদাশিব ॥ এই এই, আবার! বস এখানে।—বলি, ওর কাছে চাল নেই, কথাটা তোর পেত্যয় হল না?

নরহরি ॥ থাকলেও আমি ওকে বেচব না।

নকুল ॥ ওই শোন—

সদাশিব ॥ (নরহরিকে) তুই থাম দেখি। (নকুলকে) শোন; চাল থাকলে ও 'না' বলবে কেন, আমাকে বলতো। ও তো বেচতে বসেছে, নাকি!

নকুল ॥ ষড় করেছে। ভোলার দোকানে গেলাম, বললে—চাল নেই। নেত্য—বললে, চাল নেই। ও বলে, চাল নেই। সবাই মিলে যুক্তি করেছে।

সদাশিব ॥ চাল যদি না থাকে, ওরা কী করবে ? গড়িয়ে দেবে ?

নকুল ॥ দেশের চাল গেল কোথায় ? এতকাল ছিল—

সদাশিব ॥ কোথায় গেল, তার ও কী জানে !

নরহরি ॥ আমার বলে সারাদিনে তিন পয়সার বিক্রী নেই, এহাত ওহাত করে দিন চালাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত,—উনি এসেছেন মেজাজ দেখাতে। গেঁও ভূত কোথাকার! মারব বাটখারার বাড়ি, তখন বুঝবি। হ্যাঁ।

[নকুল ঘাড় ফিরিয়ে একবার নরহরিকে দেখে নেয়।]

সদাশিব ॥ (নকুলকে) যা আর মাথা গরম করিস না। তল্লাশ করে দেখ কোথাও কিছু পাস কিনা।

নকুল ॥ ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু এই বলে গেলুম, চাল যদি না পাই, আমার বউ-বাচ্চাকে যদি পেট চিতিয়ে পড়ে থাকতে হয়, তাহলে কিন্তু আমার মাথার ঠিক থাকবে না। আমি··· রক্তারক্তি করে ছাড়ব।

নরহরি ॥ মাথা যেন এমনিই কত ঠিক আছে।

সদাশিব ॥ তুই রক্তারক্তি করবি কার সঙ্গে ?

নকুল ॥ (নরহরিকে দেখিয়ে) ওদের সঙ্গে।

নরহরি ॥ আয় না, আয়—

[নকুল তেড়ে যায় ; সদাশিব বাধা দেয়।]

সদাশিব ॥ আঃ ! এ গোঁয়াড়-গোবিন্দকে নিয়ে আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেছে।—তুই এখান থেকে যাবি, না কি ?

নকুল ॥ (সদাশিবকে) তুমি ওর হয়ে দালালি করছ কেন ?

সদাশিব ॥ কি বললি ?

নরহরি ॥ সদাশিবদা, এক চড়ে ওর মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দাও তো। বেটা তোমাকে বলে দালাল!

সদাশিব ॥ (নকুলকে) তুই কি বললি, আবার বল।

নকুল ॥ বলব তো ; একশবার বলব।

সদাশিব ॥ ও। বুড়ো হয়েছি দেখে ভেবেছিস, আমি মরে গেছি ? (হাত তোলে) এই বাঁ হাতে একটা চড় লাগালে ওইখানে ঘুরে পড়বি, জানিস ?

নকুল ॥ কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনছ না কেন ? কাল রাত্তিরে ওই বাচ্চাটাকে পর্যন্ত আটা গুলে খাইয়েছি। আজ এতখানি বেলা হল, তবু চালের সন্ধান পেলাম না। ওরা কি খাবে, বলতে পার ? (গলা ধরে আসে) না কি, আমার বউ-বাচ্চা মানুষ না ?

সদাশিব ॥ (ওর গায়ে হাত দেয়) শোন, শোন। ইদিক-ওদিক ঘুরে দেখ। শেষ পর্যন্ত যদি না পাস···কি করবি····আমার কাছে আসিস ; হাঁড়ি ঝেড়ে যা আছে তার থেকে কিছু দেব'খন।

[অনাদির প্রবেশ। তার হাতে একটা থলি।]

অনাদি ॥ আই বাস! সবাই হাজির! আজকের মেলাটা কি তাহলে এইখানে বসবে নাকি দাদা ?

শ্রীমন্ত ॥ ওই আর একজন। হয় তাড়ি, নয় গাঁজা,—এ ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই।

অনাদি ॥ বাজে ব'ক না। এই দেখছ—(হাতের থলি উঁচু করে দেখায়।)

নকুল ॥ (ঝুঁকে) কি আছে ওতে ?

অনাদি ॥ (থলি নামিয়ে নেয়। সুর করে) বলব কেন!

[নকুল হঠাৎ তার গলা চেপে ধরে।]

নকুল ॥ বল।

অনাদি ॥ উঃ, ছাড়, লাগে—

নকুল ॥ বল, কি অছে ওতে।

অনাদি ॥ বলছি··উঃ···চাল—(নকুল ছেড়ে দেয়) চাল বাবা, চাল। হয়েছে তো। (সদাশিবকে) দাদা, এই রগ-চটা পাষণ্ডটাকে তোমরা সামলাও। কোনদিন দেখবে একটা খুন-খারাবী করে বসে আছে। গুণ্ডা!

নকুল ॥ কোথায় পেলি ?

অনাদি ॥ কোথায় আবার। ইষ্টিশানে।

নকুল ও সদাশিব ॥ চাল—ইষ্টিশানে !

অনাদি ॥ হুঁ হুঁ ! (নরহরিকে) দাও, এট্টা বিড়ি দাও।

নরহরি ॥ বিড়ি নেই।

সদাশিব ॥ ইষ্টিশানে চাল পেলি কোথায় ?

শ্রীমন্ত ॥ তাজ্জব কথা! ইষ্টিশানে চাল !

অনাদি ॥ বলছি, বলছি। (শ্রীমন্ত) দে না, এট্টা বিড়ি দে না।

নকুল ॥ বল শিগগির।

অনাদি ॥ বলছি বাবা, বলছি। (নিজের ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে ধরায়) এতকাল তো তোমরা দেখে এসেছ, ইষ্টিশানে রেলগাড়ি চলে। অ্যাঁঃ ?

সবাই ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অনাদি ॥ গাড়িতে চড়ে কারা ?

শ্রীমন্ত ॥ কেন, মানুষ।

সদাশিব ॥ মোষ-গরুও চড়ে। চালান যায়।

অনাদি ॥ প্লাট্‌ফরমে কি থাকে ?....বলতে পারলে না তো। শোন বলি। এই—ডাঁই ডাঁই জিনিসপত্তর। তার মানে হল গিয়ে পোষ্টাপিসের ব্যাগ, ছোটবড় সব কাঠের বাক্‌স—ভেতরে কি আছে, আমি জানি না,—তারপর তোমার হল গিয়ে পানের চুবড়ি তারপর—

শ্রীমন্ত ॥ ভনিতা শোন।

নকুল ॥ তাড়াতাড়ি বলবি ?

অনাদি ॥ আঃ, কথাটা বলতে দে না।

নকুল ॥ বল না।

অনাদি ॥ বলছি তো।

নকুল ॥ তাড়াতাড়ি বল।

অনাদি ॥ তারপর তোমার হল গিয়ে—অনেকসব জিনিসপত্তর একপাশে টাল করা রয়েছে। প্লাটফরমের লোক কারা ?....এটাও বলতে পারলে না।—কুলি-কাবারি যারা রোজ থাকে, তারা তো আছেই। তারপর আছে সেইসব লোক, যারা যাবে অথবা এলো। হল তো ? কিন্তু এছাড়াও যে প্লাটফরমে কদিন হল কিছু লোক আনাগোনা করছে, তারা কারা ?

সদাশিব ॥ কারা ?

অনাদি ॥ ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, মদ্দ। সবার হাতে একটা করে পুঁটুলী—যেন এইমাত্তর গ্রাম ছেড়ে রওনা দিয়েছে সহরের দিকে। চিনি না,—এদের কোনদিন দেখিনি। আর দেখলাম ক'জন মেয়েছেলে। বয়স্থাও আছে, বুড়িও আছে। সবার এই এত বড়

বড় পেট। তা হোক। কিন্তু পাকাচুল, ওই নড়বড়ে বুড়ি ক'টার অতবড় পেট দেখে কেমন খট্‌কা লাগল. (শ্রীমন্তকে) এট্টা বিড়ি দে না।

নকুল ॥ (ধমকে) ধ্যাৎ, খালি কথা বাড়ায়।

অনাদি ॥ একটা কথা যে গুছিয়ে বলব, তার উপায় নেই।—ওগুলো চালের পুঁটুলী। আর ওগুলো পেট নয়, চাল। হল তো? বাবা!

নকুল ॥ তুই কিনে নিয়ে এলি?

অনাদি ॥ হ্যাঁ। দু'টাকা কেজি। এই দেখ না, দেখ—

নকুল ॥ আমি গেলে পাব?

অনাদি ॥ হ্যাঁ। ট্রেন আসতে এখনো দেরী আছে। পেয়ে যেতেও পারিস।

নকুল ॥ কিন্তু দু'টাকা কেজি কেন?

অনাদি ॥ ও দর-দামের কথা জিজ্ঞেস করবি না। যার মাল, সে দাম ফেলেছে দু'টাকা। নিতে হয় নাও, না-পোষায় বাড়ি চলে যাও। জিনিসের দাম তো তোমার আমার ইচ্ছেমত ঠিক হবে না। কি বল সদাশিবদা।

[সদাশিব কোন জবাব দেয় না।]

নকুল ॥ (নটবরের সামনে থেকে থলিটা তুলে নেয়) আমি যাই।

[প্রস্থান]

অনাদি ॥ ওই বুড়ি ক'টার পেটের বহর দেখে আমি আর হেসে বাঁচি না। এই জ্বালা!....কিন্তু আমি ভাবছি, এ লোকগুলো থাকে কোথায়!

সদাশিব ॥ (চিন্তিত) আমিও তাই ভাবছি ।....চলি নরহরি ।

নরহরি ॥ আরে চললে কোথায় দাদা ? শোন। এলেই যখন—

সদাশিব ॥ (হাত নেড়ে) পরে আসব— [প্রস্থান]

[কিশোরের হাত ধরে বৃদ্ধের প্রবেশ ।]

কিশোর ॥ দাদু তুমি এখেনে বস। (কিশোর নরহরির কাছে যায়) এট্টা পাত্তর দেন না ; জল নিয়ে আসি। ভারী তেষ্টা পেয়েছে।

[নরহরি কিশোরকে একটুক্ষণ দেখে নেয়, তারপর কলাই করা ঘটি বের করে তার হাতে দেয় ।]

নরহরি ॥ মুখ ঠেকিও না বাপু।

কিশোর ॥ (সহাস্যে) না—

[পাত্র নিয়ে চলে যায়। বৃদ্ধ লাঠিটা পাশে রেখে বসে পড়েছে। স্পষ্টত সে ক্লান্ত—হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে !]

শ্রীমন্ত ॥ বুড়োর বাড়ি কোথায় ? (বৃদ্ধ কোন জবাব দেয় না) কানে শোনে না।

অনাদি ॥ চোখেও দেখে না।

শ্রীমন্ত ॥ হয়েছে ভাল। (গলা তুলে) বলি, বুড়োর আসা হচ্ছে কোত্থেকে ?

বৃদ্ধ ॥ কিছু বললেন ?

শ্রীমন্ত ॥ বললাম, কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?

বৃদ্ধ ॥ হাতিমপুর ।

শ্রীমন্ত ॥ হাতিমপুর ! সে তো এখান থেকে তিন কোশটাক হবে।

বৃদ্ধ ॥ তা হবে।

[জল নিয়ে কিশোরের প্রবেশ। বৃদ্ধকে জল দেয়। নিজেও খায়। ঘটিটা নরহরিকে ফেরত দেয়।]

কিশোর ॥ এই ঠা-ঠা রোদ্দুরে এতখানি পথ একটানে হেঁটে আসা কি চাড্ডিখানি কথা! যত বলি, দাদু তুমি থাক; আমি যাই। না, তুই গেলে হবে না; আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।····এখন এই পথের মাঝে দাঁত-কপাটি লেগে গেলে, তখন বুঝবে।

বৃদ্ধ ॥ আমি বুঝবো কি, তখন তো বুঝবি তুই।

কিশোর ॥ হ্যাঁ, তাই ভাব।····যেমন চিতিয়ে পড়বে,—তেমনি ফেলে রেখে আমি গটগটিয়ে চলে যাব।

বৃদ্ধ ॥ পারবি?

কিশোর ॥ না, পারব না! (বৃদ্ধ হি হি করে হাসে। কিশোর বিরক্ত) আবার দাঁত বের করে হাসতে লেগেছে দেখ। একটু থামবে?

শ্রীমন্ত ॥ কদ্দুর যাওয়া হবে?

বৃদ্ধ ॥ আজ্ঞে?

শ্রীমন্ত ॥ কোথায় যাওয়া হবে?

বৃদ্ধ ॥ দাশপুর।

শ্রীমন্ত ॥ দাশপুর! তুমি তো তাহলে এসে পড়েছ গো। এইটাই তো দাশপুর!

বৃদ্ধ ॥ এসে পড়েছি?—কিশোর, ভাই, চল চল—

কিশোর ॥ (ধমক দেয়) তুমি বস তো। ছটফট্ করতে লেগেছে।

বৃদ্ধ ॥ (রেগে যায়) ছট্‌ফট্ করতে লেগেছি কি! এসে পড়েছি যখন তখন তাড়াতাড়ি—

কিশোর ॥ বলি, দাশপুর তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না। এসে যখন পড়েছি, একটু জিরিয়ে নাও। তারপর ধীরেসুস্থে দেখেশুনে যাওয়া যাবে'খন।

বৃদ্ধ ॥ কথা বোঝে না।—দেরী হয়ে যাবে না?

কিশোর ॥ না, যাবে না। বস এখেনে।....মাথা খেয়ে ছাড়লে। যত বলি, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ভিন গাঁয়ে, অজানা-অচেনা মানুষের কাছে ধন্না না দিয়ে কাছে-পিঠেই কোথাও চেষ্টা করে দেখি। খুঁজলে কি আর কাজ একটা পাওয়া যায় না? না,— "গোবিন্দ বলেছে।"

বৃদ্ধ ॥ (চেঁচিয়ে) গোবিন্দ বলেনি?

কিশোর ॥ তবে আর কি! উর্দ্ধবাহু হয়ে নাচ। এখেনে কাজ তোমার জন্যে সব থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে, কোঁচর ভর্ত্তি করে বাড়ি নিয়ে যাও।

বৃদ্ধ ॥ আহা, তার কাছে গিয়ে দেখবি তো। গোবিন্দ যখন বলেছে কথাটা—

কিশোর ॥ আমি কি যাব না বলেছি?

বৃদ্ধ ॥ তাহলে চল।

কিশোর ॥ আমি এখন এখেনে বসে জিরোব, ঠাণ্ডা হব তারপর যাব।

বৃদ্ধ ॥ ঠিক আছে। তারপর যদি তার দেখা না-পাই, সারাদিন হত্যে দিয়ে বসে থাকতে হয়, তখন যেন মেজাজ দেখাতে এসোনা।

[বৃদ্ধ বসে]

শ্রীমন্ত ॥ কার কাছে যাবে তোমরা?

বৃদ্ধ ॥ আমি জানিনা। ওকে জিজ্ঞেস কর।

নরহরি ॥ (সহাস্যে) কেন, তুমিই বল না।

বৃদ্ধ ॥ চেতিও না বাপু। আমি জানি না।

কিশোর ॥ আমরা যাব যোগিন্দর সামন্তমশায়ের বাড়ি।

শ্রীমন্ত ॥ যোগিন্দরের বাড়ি! সেখানে কি?

কিশোর ॥ আমি জানি না; ওই বুড়োকে জিজ্ঞেস করুন।

বৃদ্ধ ॥ এইবার লাঠির বাড়ি মেরে তোর মাথাটা ভেঙে দেব কিশোর। তুই জানিস না কি?

[কিশোর হেসে ফেলে।]

কিশোর ॥ আমাদের গাঁয়ে—বাড়ির পাশেই থাকে—গোবিন্দ। আমার থেকে একটু বড়। তাদের বাড়িতে সেদিন দেখি মাছের গন্ধ পাওয়া যায়। দাদু চোখে দেখে না, কানে কালা; কিন্তু নাক শুঁকে বললে—'হ্যাঁরে কিশোর! ওদের তো দুবেলা ভাত জুটত না, জানতাম; মাছ খায় কেন! ডাক দেখি গোবিন্দকে। গোবিন্দ এসে বললে, যে কাজ পেয়েছে। দেড়টাকা রোজ, আর এক কেজি চাল। ব্যস, শুনে দাদুর মাথা ঘুরতে লেগে গেল; কিশোর! তুই কেন অমন একটা কাজ জুটিয়ে নে না। গোবিন্দ বলে গেছে; দাশপুরের কে এক যোগিন্দর সামন্ত আছে, তার কাছে যাই, চল না।....কানের পোকা বের করে ছেড়েছে। আজ সকালে উঠে বললাম—ঠিক আছে চল তোমাকে দাশপুরে নিয়ে যাই; কি সব হাতী-ঘোড়া আছে সেখানে—দেখে আসবে।....এই আসছি।

নরহরি ॥ কি গো বুড়ো, ও ঠিক বলছে?

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ।

কিশোর ॥ যোগিন্দর সামন্ত কে ?

নরহরি ॥ এই সোজা গিয়ে দেখবে একটা বট গাছ। সেটাকে বাঁয়ে রেখে ডাইনে গেলেই যোগিন্দরের বাড়ি। চিনতে কষ্ট হবে না ; দেখবে, নতুন টিন লাগানো হয়েছে ; সবটাই কেমন নতুন নতুন।

বৃদ্ধ ॥ (উঠে দাঁড়ায়) চল, যাই।

কিশোর ॥ ছ্যাখেন কাণ্ড ; কথাটা শেষ করতে দেয় না।

শ্রীমন্ত ॥ কিন্তু যোগিন্দর কী কাজ দেবে, জান কিছু ?

কিশোর ॥ না।

নরহরি ॥ গোবিন্দ কি করে ?

কিশোর ॥ তা বলেনি। তবে দেখেছি, রোজ ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, রাত্রে ফেরে।

অনাদি ॥ যোগিন্দর তাকে কাজ দিয়েছে ?

কিশোর ॥ তাই তো বললে।

নরহরি ॥ অ।....আচ্ছা, তোমরা এসো তাহলে।

বৃদ্ধ ॥ চল, চল—

কিশোর ॥ হোঁচট খাবে বুড়ো ; হাতটা ধরতে দাও।....

[দুজনের প্রস্থান। এরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।]

নরহরি ॥ বুঝলি কিছু ?

শ্রীমন্ত ॥ খটকা লাগছে। কদিন আগেও দেখেছি, দুটো ভাই কোন রকমে কষ্টেছিষ্টে দিন কাটাচ্ছে। এখন একেবারে—

অনাদি ॥ কেন হবে না ? যোগিন্দর নিজে বড়বাবুর চাকরী করে না ?

শ্রীমন্ত ॥ থাক্। চাকরী যেন আর কেউ করে না।—আমি ভাবছি....

অনাদি ॥ ভিটে খুঁড়ে বাপের জমানো মোহরের কলসী-টলসী কিছু পেয়ে যায়নি তো ?

শ্রীমন্ত ॥ এই !—হয়েছে।…না ; আমি ভেবেছিলুম—

নরহরি ॥ স্ স্—(হাত তুলে বাইরের দিকটা দেখায়।)

[হারুর প্রবেশ। পোষাকে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রুক্ষ চুল আর নেই ; তেল চুক্‌চুকে, বেশ পাট করে পাতানো। ভারি চালে দোকানের সামনে যায়।]

হারু ॥ এক প্যাকেট কাঁচি দাও তো।

[নরহরি সিগারেট দেয়, পয়সা নেয়। সদাশিবের প্রবেশ।]

(অনাদিকে) খাবি নাকি ?

[প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়। অনাদি ঝুঁকে সিগারেট নিতে হাত বাড়ায় ; সদাশিব তার হাতে চাপড় দেয়।]

সদাশিব ॥ আজকাল আমাদের চিনতে কষ্ট হচ্ছে নাকি রে হারু, অ্যাঁঃ ?

হারু ॥ না, কষ্ট হবে কেন ? তোমরা সব তো আমার আপন জন।

শ্রীমন্ত ॥ মাথায় কী তেল মেখেছিস রে ? মিষ্টি বাস আসছে।

হারু ॥ ওই….নরহরির এখানে যা পাওয়া যায়। ভাল জিনিস তো কিছু রাখবে না।

সদাশিব ॥ বটে ! তা এসব হচ্ছে কোত্থেকে ?

হারু ॥ (সিগারেট টানতে টানতে) বলনা, কোত্থেকে হচ্ছে।

অনাদি ॥ সদাশিবদা, ও-ও নিশ্চই যোগিন্দরের মত মোহরের ঘড়া কুড়িয়ে পেয়েছে !

হারু ॥ (ক্রুদ্ধ) এর মধ্যে যোগিনদার কথা আসছে কেন ?

অনাদি ॥ তুমিই জান।

হারু ॥ (ফুঁসে ওঠে) মুখ সামলে কথা বল।

সদাশিব ॥ আরে বস, বস; চটিস কেন? যোগিন্দরের দেখতে দেখতে কি সব হয়ে গেল। তোরও তো দিনকাল বেশ ভালই যাচ্ছে। তাই, ও একটু মস্করা করছিল আর কি।

হারু ॥ সব কথা নিয়ে মস্করা আমার ভাল লাগে না!

সদাশিব ॥ তা হ্যাঁরে, চেক্‌নাই দিয়ে বেড়াচ্ছিস,—আজকাল করছিস কী?

হারু ॥ চাকরী।

শ্রীমন্ত ॥ তুইও চাকরী!

অনাদি ॥ অমন চাকরী আমাদের একটা-আধটা জোটে না?

[নরহরি দোকান ছেড়ে নেমে এসেছে।]

নরহরি ॥ কি চাকরী রে?

হারু ॥ তুমি তিন-পয়সার দোকানদার,—ওই নিয়েই থাক। এসবে তোমার কী কাজ?

সদাশিব ॥ আচ্ছা! তাহলে অনেক দূর এগিয়েছিস, বল।

হারু ॥ হুঁ হুঁ।···খাটতে হয়, মাথা খাটাতে হয়; বসে বসে ল্যাজ নাড়লে হয় না।—আচ্ছা, আমার হাতে দুটো পয়সা আসছে দেখে তোমাদের চোখ টাটায় কেন বল তো? (সবাই ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।) আমি জানি; সব হিংসেয় জ্বলে মরছ। আমি যে ইদিকে জান হাতে করে কাজে নেমেছি পয়সা যে এমনি আসে না—

সদশিব ॥ থামলি কেন?

হারু ॥ সব কথা সবাইকে বলা যায় না।

সদাশিব ॥ সেদিন কে যেন বলছিল, তোকে সময়-অসময়ে প্রায়ই ইষ্টিশানের ওদিকটায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

হারু ॥ কে—কে বলেছে ওকথা? আমি গত দু-মাসে একবারও ওদিকে যাইনি। দেড় মাইল ঠেঙিয়ে ইষ্টিশান যাওয়া....আমার কী দরকার?

সদাশিব ॥ কী দরকার, তুই-ই জানিস।

শ্রীমন্ত ॥ কী দরকার রে?

হারু ॥ কী দরকার? যে বলেছে ওকথা, সে একটা মিথ্যেবাদী। আমার ভাল দেখে হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। কে—কে বলেছে, আমি ইষ্টিশানে যাই?

সদাশিব ॥ কে যেন বলছিল কথাটা!

অনাদি ॥ তোমরা বস; আমি চালটা ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সদাশিব ॥ (শ্রীমন্তকে) বল না, কে বলছিল।—নব?

শ্রীমন্ত ॥ না, না। আমিই বলছিলাম।

[হারু শ্রীমন্তকে আচমকা এক চড় কষিয়ে দেয়।]

হারু ॥ শালা, মিথ্যেবাদী।

সদাশিব ॥ (শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে হারুর জামার কলার চেপে ধরে) তুই ওর গায়ে হাত তুলেছিস; কিন্তু আমার গায়ে হাত তুলবি—এত জোর তোর নেই।....তাহলে এবার বল, ইষ্টিশানে কেন যাস; কী করিস; এত চেক্‌নাই তোর আসছে কোত্থেকে।

হারু ॥ সদাদা, ছেড়ে দাও বলছি! ভাল হবে না। বড়বাবুকে বলে তোমাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

[সদাশিব ওকে ধাক্কা দেয়। হারু মাটিতে পড়ে যায়।]

সদাশিব ॥ (চাপা ক্রোধে) হারামজাদা! মানুষের মুখের গরাস চুরি করে আবার বড় গলায় কথা বলিস! টুঁটিটা ছিঁড়ে নেব না।

[ক্রুদ্ধ বাঘের মত তার সামনে ঝুঁকে দাঁড়ায়।]

নরহরি ॥ (দেখেশুনে হাঁ হয়ে গেছে) কিছু বুঝলাম না।

[বড়বাবু ও যোগিন্দরের প্রবেশ। যোগিন্দরের গায়ে জামা উঠেছে।]

বড়বাবু ॥ কি ব্যাপার! এই অসময়ে তোমরা কুস্তী লড়ছ নাকি? (সদাশিব বেঞ্চির উপর গিয়ে বসে। বড়বাবু হারুকে) হেরে গেলি তো?··· শুধু গায়ের জোরে লড়াই হয় না বোকা। লড়াই জিততে হলে কায়দা জানা চাই। হারু উঠে দাঁড়ায়। (অনাদির হাতের থলি দেখিয়ে) তোর এতে কী আছে রে?

অনাদি ॥ আজ্ঞে চাল।

বড়বাবু ॥ চাল? কিনলি বুঝি? কত করে নিলে?

অনাদি ॥ আজ্ঞে দু-টাকা। ইষ্টিশানে ওরা বললে—

বড়বাবু ॥ ইষ্টিশানে—চাল! (যোগিন্দরকে) বলে কি! আমি ভাবলাম, নরহরির দোকানে—

অনাদি ॥ না বড়বাবু। নরহরির দোকানে চাল নেই। ভোলার দোকানেও চাল নেই। এ তল্লাটে কোন দোকানে চাল নেই। ইষ্টিশানে ওরা বললে—দু টাকা। ছিল কটা টাকা; তাই নিয়ে এলাম।

বড়বাবু ॥ দোকানে চাল নেই; ইষ্টিশানে চাল। এ তো ভাল কথা নয় যোগিন্দর।

যোগিন্দর ॥ আমি দেখব'খন।

সদাশিব ॥ কী দেখবে যোগিন্দর,—যাতে ইষ্টিশানেও চাল না-পাওয়া যায়?

বড়বাবু ॥ এটা তুমি কি বললে সদাশিব? রেলের ইষ্টিশানটা কি চাল বেচার জায়গা?

সদাশিব ॥ তবে কোন্‌টা চাল বেচার জায়গা বড়বাবু?

বড়বাবু ॥ (হেসে ফেলে) সদাশিবটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

সদাশিব ॥ তা হচ্ছে। কিন্তু তল্লাটের তাবৎ জমি-জেরাত কেমন করে এহাত ওহাত হয়ে শেষকালে একহাতে গিয়ে জমা হয়। বাজারে ধান-চাল উঠতে না উঠতে ফুস্‌মন্তরে উধাও হয়ে যায়। সম্বৎসর তল্লাট জুড়ে হাহাকার; আটা-গোলা ভাতের ফ্যান আর শাক পাতা খেয়ে বউ-বাচ্ছা বেঁচে থাকে। দোকানে চাল মেলে না; চাল মেলে ইষ্টিশানে,—দুটাকা, আড়াই টাকা, তিনটাকা কেজি। —এ সবের তো একটা জবাব দেওয়া লাগে।

বড়বাবু ॥ ঠিক আছে। আমি দেখব'খন, ইষ্টিশানে যাতে চালের কারবারটা আর না-হয়। সত্যি, এ বড়—

সদাশিব ॥ তাহলে তারও তো একটা জবাব দেওয়া লাগে।

বড়বাবু ॥ তুই কি আমার কাছে জবাব চাইছিস?

সদাশিব ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি মালিক। জবাব তো আপনিই দেবেন। বলেন না, শুনি।

[যোগিন্দর কি একটা বলতে এগোয়; বড়বাবু হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে।]

বড়বাবু ॥ সদাশিব, মাদার গাছে গা চুলকোতে গেলে রক্ত বেরোয় ; গায়ের চামড়া ফেটে যায়। জান তো ?

সদাশিব ॥ আমাদের গণ্ডারের চামড়া বড়বাবু ; সহজে ফাটবে না।

বড়বাবু ॥ তাই নাকি ?

[দুজনে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ক্লান্ত অথচ উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করে নকুল।]

নকুল ॥ চাল পেলাম না সদাশিবদা

বড়বাবু ॥ চল যোগিন্দর, আমরা যাই।

সদাশিব ॥ শোনেন। (বড়বাবু ও যোগিন্দর দাঁড়ায়) এত কষ্ট করে এতখানি পথ হেঁটে এলেন ; গরীবের দুটো কথা শুনে যান। (বড়বাবু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে) আমরা কিন্তু সব জানি। জমি চুরির বিত্তান্ত—ধানচাল কার গুদামে ঠাসা—সহরে চাল পাচারের ব্যবসায়ে (যোগিন্দরকে দেখিয়ে) ওর ম্যানেজারী —সব। সারা দেশে হা অন্ন, হা অন্ন ; আর ইদিকে ব্যবসার নামে মানুষ মারার কল। কে কোথায় কি করে, আমরা কিন্তু সব জানি। কি করব ! মরে আছি। নইলে···আপনার মত পিশাচকে—

হারু ॥ খবরদার !

[হারু লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় সদাশিবের দিকে ; কিন্তু সদাশিবের হাতের এক ঝট্‌কায় মাটিতে পড়ে যায়।]

বড়বাবু ॥ (হারুকে) আবার পড়ে গেলি তো ! ওঠ। ওঠে দাঁড়া।····শোন সদাশিব ; সব জেনেছ, কিন্তু শেষ কথাটা এখনো জাননি।—শোন। তোমরা আমার আপনজন তো। আমি যাই

করি, তোমরা না-খেয়ে থাকবে—এ আমি সইতে পারব না।—এস আমার বাড়িতে ; কথাবার্তা কওয়া যাক।

সদাশিব ॥ কিসের কথা ? কর্জা দিয়ে আমাদের—

বড়বাবু ॥ আঃ, সদাশিব ! পথে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হয় না।

[নন্দলালের প্রবেশ]

নন্দলাল ॥ সদাশিবদা—

নকুল ॥ (নন্দলালকে) আমি চাল পেলাম না।

নন্দলাল ॥ চাল পাবে না। সেই কথাই বলতে এলাম। শোন—

বড়বাবু ॥ তোমার নাম নন্দলাল না ?

নন্দলাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি জানেন না ?

বড়বাবু ॥ জানি, জানি। শোন, আমি বলি কি—মিথ্যে মাথা গরম না-করে তুমি বরং—তুমিই তো এদের নেতা হয়েছ, উঃ ?—তুমি বরং আমার বাড়িতে এস। এদের একটা কি ব্যবস্থা করা যায়, বসে আলোচনা করা যাক।

নন্দলাল ॥ ধান-চাল যা জমা করেছেন—

বড়বাবু ॥ আহা হা, এখানে না। তুমি এস ; আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। কি, রাজী ?

নন্দলাল ॥ (একটু ভেবে) বেশ, যাব।

বড়বাবু ॥ বাঃ, বেশ কথা। খুব ভাল কথা।—তাহলে আমি চলি। (নন্দলালকে) তুমি এস কিন্তু।....আরে, ব্যবসাই করি, আর যাই করি ; আমি একটা মানুষ তো।— চল যোগিন্দর।

[দুজনের প্রস্থান]

নকুল ॥ কিন্তু আমি এখন বাড়ি গিয়ে বলব কি! সারা দিন-রাত ওরা পেট চিতিয়ে পড়ে থাকবে? ওইটুকু বাচ্চা—তারও মুখে অন্ন জুটবে না? (কেঁদে ফেলে)

সদাশিব ॥ (ওর গায়ে হাত রাখে) তুই আমার সঙ্গে আয়। ঝুলি ঝেড়ে তুই দুটি নিয়ে যা, আর আমার দুটি থাক। আয়—

নন্দলাল ॥ সদাশিবদা, সবাই মিলে বসে একটু আলোচনা করার দরকার ছিল।

সদাশিব ॥ আবার আলোচনা কিসের! দেখা করতে বলেছেন, ঘুরে এস। কিসে কি হয়, তা তো তুমি আমাদের থেকে ভাল জান।

নন্দলাল ॥ তা হলেও। আমার একা যাওয়া উচিত হবে কি না, সেটাও তো ভাবা দরকার।

সদাশিব ॥ এটা ভাবনার কথা বটে। বাড়িতে একা পেয়ে···বাবুর তো গুণের ঘাট নেই।

নন্দলাল ॥ আমি বলছিলাম, অনেক কিছুই তো করার আছে। যেমন ধর, বে-আইনী ধান ধরা। তারপর ধর, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা; বে-আইনী জমি উদ্ধার করা। তারপর ধর—

সদাশিব ॥ এতকিছু করব আমরা!

নন্দলাল ॥ কেন, পারব না?

সদাশিব ॥ পারব।

নন্দলাল ॥ হ্যাঁ, পারব; আমরা তো একা নই। সবখানেই তৈরী হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি—

সদাশিব ॥ সবখানেই তৈরী হচ্ছে! (হঠাৎ হেসে ফেলে) ধ্যাৎ! আপনার কথা শুনলে হাসি পায়।···আবার ভাবতে গেলে গায়ের

লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দেখুন না, দেখুন—(নন্দকে হাতখানা দেখায়) চলুন—

[সদাশিব, নন্দলাল ও নকুলের প্রস্থান। অনাদি হাতের থলিটা একবার দেখে, তারপর বাইরের দিকে পা বাড়ায়।]

অনাদি ॥ সদাশিবদা ! দাঁড়াও, আমিও যাব— [প্রস্থান]

[নরহরি সব দেখেশুনে হাঁ হয়ে গেছে]

নরহরি ॥ (শ্রীমন্তকে) কিছু বুঝলাম না।

শ্রীমন্ত ॥ আমি কিন্তু একটু একটু বুঝতে পারছি।···যাই—

[শ্রীমন্তর প্রস্থান। নরহরি সেইদিকে চেয়ে থাকে।]

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দৃশ্যসজ্জা প্রায় প্রথম অঙ্কের অনুরূপ। Up stage-এ দুটি ঘরের ফাঁক দিয়ে আর একটি ঘরের কিয়দংশ দেখা যায়, যা আগে ছিল না। ঈষৎ চাকচিক্যও লক্ষ্য করা যায়। উঠনে দড়িতে রঙিন শাড়ি মেলে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ ও কিশোরের প্রবেশ। সময় দ্বি-প্রহর।]

কিশোর ॥ এই বাড়িই তো বললে : কিন্তু কাউকে দেখছি না তো।

[ঘর থেকে বুড়ি বাইরে আসে। বুড়ির কপালে টকটকে সিঁদুরের টিপ।]

বুড়ি ॥ কাকে খুঁজছ ?

কিশোর ॥ এইটাই তো যোগিন্দর সামন্তমশাইয়ের বাড়ি ?

বুড়ি ॥ হ্যাঁ।

বৃদ্ধ ॥ (কিশোরকে) ডেকে দিতে বল না। বল, আমরা এসেছি।

কিশোর ॥ আঃ, তুমি থাম তো। (বুড়িকে) উনি আছেন কি ?

বুড়ি ॥ না। তোমরা কোত্থেকে আসছ ?

বৃদ্ধ ॥ সে মা অনেক দূর। হাতিমপুর নাম শুনেছ ? এখান থেকে প্রায় এক বেলার পথ। (কিশোরকে) পেন্নাম কর না। (বুড়িকে) আমার নাম কুঞ্জ, আর এই আমার নাতী—কিশোর। আমার ছেলে নিত্যানন্দ মারা গেছে ওর যখন দেড় বছর; আর ওর মা মারা গেছে ওর যখন সাত বছর। তারপর থেকে ওকে আমিই মানুষ করেছি ; ঘরে আর কেউ নেই কি না। তা, আমি বলি—

কিশোর ॥ দাদু, তুমি থামবে ?

বৃদ্ধ ॥ থামব কেন ! উনি শুনতে চাইছেন, আর আমি বলব না ! (বুড়িকে) তারপর বুঝলেন, আমার ছেলে তো মারা গেল ; বৌমাও মারা গেল। তা এটাকে নিয়ে আমি তখন কী করি ! সবদিক সামাল দি' কেমন করে !···তা বললে বিশ্বাস করবেন না, ওর জন্যে আমাকে কিছু ভাবতে হয়নি ; ছেড়ে দিয়েছি, ও নিজের মনে চড়ে খেয়েছে। দু-বেলা দু-মুঠো ভাত বেড়ে দিয়েছি ; ব্যস্, ওতেই খুসী। তারপর বুঝলেন····কিশোর, ওঁকে পেন্নাম করেছিস ?

বুড়ি ॥ (সহাস্যে) হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছে। আপনি বলুন।

বৃদ্ধ ॥ তারপর বুঝলেন, আমার তো বয়েস হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে

আমার দৃষ্টি ঘুলিয়ে গেল। কানেও দেখলাম কম শুনছি। তখন বললাম, কিশোর, তুই তো লায়েক হয়েছিস ; এবারে একটা কিছু করা লাগে। তা, কী করবে ? গতরটাই আছে ; লেখাপড়া তো কিছু শিখল না।

কিশোর ॥ শিখিয়েছ লেখাপড়া ?

বৃদ্ধ ॥ কি করে শেখাব রে হারামজাদা ! দু-বেলা অন্ন সংস্থান করতে কী ছেদ্দৎটা পোয়াতে হত দেখিসনি ? খালি কথা ! মারব লাঠির বাড়ি—

[কথা বলতে বলতে লক্ষ্মণ ও যোগিন্দরের প্রবেশ।]

যোগিন্দর ॥ এটাকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ কেমন করে, আমার মাথায় আসছে না।

[গায়ের জামা খুলে বুড়ির হাতে দেয়। বুড়ি ঘরে যায়।]

বৃদ্ধ ॥ কে এল রে, কিশোর ?

যোগিন্দর ॥ আমার কথা না-হয় বাদ দিলাম ; কিন্তু বড়বাবুর মুখে মুখে কথা ! সদাশিবের চেহারা তুমি যদি তখন দেখতে লক্ষ্মণদা। যেন বড়বাবুকে শাসাচ্ছে, হুমকী দিচ্ছে। চাল নেই, চুলো নেই, একটা ফুঁ দিলে উড়ে যায় ; সে আসে কি না....আর তুমিও দিব্যি ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ !

লক্ষ্মণ ॥ কী করব ?

যোগিন্দর ॥ বৌমা, এক গেলাশ জল।

বৃদ্ধ ॥ কিশোর, বল না।

যোগিন্দর ॥ তোমরা !

বৃদ্ধ ॥ আমার নাম কুঞ্জ। এই আমার নাতী—কিশোর। হাতিমপুর থেকে আসছি।

যোগিন্দর ॥ (লক্ষ্মণকে) কিছু বলছ না যে ?

লক্ষ্মণ ॥ কী বলব ?

যোগিন্দর ॥ কিছু বলার নেই ?

বৃদ্ধ ॥ কিশোর, বল না।

যোগিন্দর ॥ পায়ের জুতো মাথায় উঠতে চাইছে। এখন যদি বাধা না দাও, পরে সামলাতে পারবে ভেবেছ ?—তারপর পাশের গাঁ থেকে ওই নন্দলাল এসেছে মন্তর শেখাতে ; দল করার পরামর্শ দিচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ কিশোর—

কিশোর ॥ আঃ, তুমি থাম তো।

লক্ষ্মণ ॥ এতে ভাববার কিছু নেই। অমন আমি অনেক দেখেছি।

যোগিন্দর ॥ আমি দেখিনি।···সদাশিবের তখনকার চেহারা দেখলে তুমি একথা বলতে পারতে না।

বৃদ্ধ ॥ বাবু !

যোগিন্দর ॥ কে ! ও।—কি চাই ?

বৃদ্ধ ॥ এই কিশোর। আমার নাতী। লায়েক হয়েছে তো। তাই····আমি চোখে দেখি না—

যোগিন্দর ॥ মানুষগুলো সব কেমন হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মণদা। পথে দেখা হলে ভাল করে কথাটা পর্যন্ত বলে না।

লক্ষ্মণ ॥ তুমিও তো বল না।

যোগিন্দর ॥ কেন বলব ? ওরা যদি আমার সঙ্গে খোলামনে কথা

বলতে না-চায়, আমার কী ঠেকা ? আমি কেন সাধ করে অপমান হতে যাব ?

লক্ষ্মণ ॥ আসলে হয়েছে কি জান ? দিনকাল তো তেমন সুবিধে নয়। আর দুঃসময়ে মানুষের—শুধু মানুষের কেন,—পশু-পাখীরও মাথার ঠিক থাকে না। তাই ওরা—

যোগিন্দর ॥ তাই ওরা যখন-তখন যাকে-তাকে ছুব্‌লে বেড়াবে ?

লক্ষ্মণ ॥ বেড়াক না। ক'টা দিন তো।—একটু সুদিন এলেই দেখবে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যোগিন্দর ॥ বুঝলাম না।

বৃদ্ধ ॥ বাবু !

যোগিন্দর ॥ আঃ, কী চাই ?

বৃদ্ধ ॥ এই কিশোরের একটা কাজ—

যোগিন্দর ॥ কী কাজ ?

বৃদ্ধ ॥ আপনি যা দেন। ও পারবে—বড় লায়েক ছেলে। কী রে, পারবি না ?···বড় কষ্টে আছি বাবু। আমি অন্ধ, চোখে দেখি না। ঘরে আর কেউ নেই। ছেলেটা কাঁচা বয়সে হঠাৎ করে—

যোগিন্দর ॥ লক্ষ্মণদা !

লক্ষ্মণ ॥ বল।

যোগিন্দর ॥ বড়বাবু ওপর তলার মানুষ ; গাঁয়ের লোকে তাঁকে কি চোখে দেখল , তাতে তাঁর কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু—

লক্ষ্মণ ॥ তুমি ওদের সঙ্গে কথা সেরে নাও।

যোগিন্দর ॥ (বৃদ্ধকে) কাজ-টাজ কিছু নেই বাপু। তোমরা এখন

যাও।....কিন্তু আমি ভাবছি, আমাকেও ওরা শত্রু ভাবতে লাগেনি তো ?

লক্ষ্মণ ॥ তাতে তোমার কি এল গেল ? তুমি কি ওদের খাও, না, পর ?

যোগিন্দর ॥ না। কিন্তু লক্ষ্মণদা আমি তো ওদেরই একজন।

বৃদ্ধ ॥ গোবিন্দ—

যোগিন্দর : কে !—কে গোবিন্দ ?

বৃদ্ধ ॥ আমাদের গাঁয়ের। সে বললে—আপনার এখানে এলে কিশোরের কাজ হবে।....নইলে আমরা খাব কি !

যোগিন্দর ॥ (লক্ষ্মণকে) সবার শত্রু হয়ে আমি কি সুখ পাব ?

লক্ষ্মণ ॥ সবার কথা ছেড়ে তুমি নিজের কথা ভাব যোগিন্দর। তোমাকে ঘর সাজাতে হবে ; নিজের সাধ তুমি মহিন্দরকে দিয়ে মেটাতে চেয়েছ—তার কথা ভাবতে হবে। সংসারটাকে—

যোগিন্দর ॥ শুধুই নিজের কথা ভাবব ?

লক্ষ্মণ ॥ নইলে তুমি পারবে কেন ? এসেছ একা, যাবে একা ; মাঝখানে পাঁচজনের কথা ভাবতে বসলে আখেরে তোমার কী লাভ হবে বল।

যোগিন্দর ॥ (চিন্তান্বিত) এবারও বুঝলাম না।

বৃদ্ধ ॥ (ধরা গলায়) কিশোর !

কিশোর ॥ চল দাদু।

বৃদ্ধ ॥ ফিরে যাব ! কোথায় যাব !....ক্ষিদের সময় এক মুঠো অন্ন মুখে না-দিলে বড় কষ্ট লাগে যে।

কিশোর ॥ দাদু, চল—

যোগিন্দর ॥ দাঁড়াও। (কিশোরকে) কি নাম তোমার ?

কিশোর ॥ কিশোর।

যোগিন্দর ॥ কিশোর !…কাজের কথা বলছিলে ;—পারবে তো? খুব সোজা কাজ নয় কিন্তু।

কিশোর ॥ আমি পারব।

যোগিন্দর ॥ বেশ। কাল সকালে তুমি ইষ্টিশানে এসো। আমি তোমাকে কাজ দেব।—বৌমা !

[বুড়ির প্রবেশ।]

এদের কিছু খাইয়ে দাও।

বুড়ি ॥ (বৃদ্ধকে) আসুন।

বৃদ্ধ ॥ (অভিভূত) যাব !

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ, যাও।

বৃদ্ধ ॥ তাহলে ওর কাজ—

যোগিন্দর ॥ বললাম তো, হবে।

বৃদ্ধ ॥ কিশোর পেন্নাম করেছিস ? (বলেই কেঁদে ফেলে ; নিজে মাটিতে হাত দিয়ে প্রণাম করে।)

[বুড়ি, বৃদ্ধ ও কিশোরকে নিয়ে দুই ঘরের মাঝের পথে অদৃশ্য হয়।]

যোগিন্দর ॥ শুধু নিজের কথাই ভাবলে চলে না, লক্ষ্মনদা ; পাঁচজনের কথাও ভাবতে হয়।

লক্ষ্মণ ॥ তাই এতক্ষণ ভাবলে বুঝি ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ ; দেখলে না ?

লক্ষ্মণ ॥ ভাল। (কাছে এসে গলা নামিয়ে) কিন্তু কাল যদি বড়বাবু

তোমাকে হুকুম দেন : নন্দলাল দল পাকিয়ে গাঁয়ে অশান্তি সৃষ্টি করছে—তাকে ধরে পিটিয়ে দাও যোগিন্দর,—তাহলে তুমি কী করবে ?....আমি ওর কথা সব শুনেছি। ও তো বলছে—বড়বাবুর ব্যবসা বন্ধ কর ; বে-আইনী দখল-করা জমি উদ্ধার করে যাদের জমি নেই, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও ; নিজের নিজের জমিতে চাষ করে ফসল বাড়াও। বড়বাবুকে ওরা শত্রু বলে জানে। ওরাও বড়বাবুর শত্রু। এখন তোমাকে যদি বলা হয় : যোগিন্দর,বড়বাবুর শত্রু নিপাত কর,—তাহলে তুমি কী করবে ? পারবে তখন পাঁচজনের কথা ভাবতে ?

[যোগিন্দর নিরুত্তর। লক্ষ্মণ হঠাৎ নিজের মনে হাসতে শুরু করে। যোগিন্দর প্রথমে বিরক্ত হয়, তারপর ক্রুদ্ধ হয়।]

যোগিন্দর ॥ (চিৎকার) চুপ কর লক্ষ্মণদা। (লক্ষ্মণ হাসি থামায়) এমন করলে, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে আবার লক্ষ্মীছাড়ার বেশ ধরব।

লক্ষ্মণ ॥ (যেন কোন কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে) আমি চলি যোগিন্দর। কাজ আছে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান। যোগিন্দর দাওয়ায় গুম হয়ে বসে থাকে। বুড়ির প্রবেশ।]

যোগিন্দর ॥ ওরা কোথায় ?

বুড়ি ॥ এদিকে আসেনি ?

যোগিন্দর ॥ না।

বুড়ি ॥ তাহলে চলে গেছে।....বুড়োটার বোধহয় ক'দিন কিছু পেটে পড়েনি। খেতে বসে খালি কাঁদছিল। (যোগিন্দর নিরুত্তর ;

তেমনি গুম হয়ে বসে থাকে) ছেলেটার কাজ হল ; এইবার বুড়োর কান্না থামবে। (যোগিন্দর নিরুত্তর) এখন খাবেন ?

যোগিন্দর ॥ বৌমা, তুমি কি মনে কর ? আমি কিছু অন্যায় করছি ? বড়বাবু মনিব, আমি মাস-মাইনের চাকর ; যেমন হুকুম দেবেন, তেমন তামিল করব,—এইটাই তো নিয়ম। এর মধ্যে আমার অপরাধটা কোথায় ?

বুড়ি ॥ আপনি মামার কথা বলছেন ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ। তোমার মামা। বড়বাবু।

বুড়ি ॥ মামা এসেছিলেন কাল ; আপনি তখন ঘরে ছিলেন না। উনি বললেন—

যোগিন্দর ॥ বড়বাবু ব্যবসাদার। কিসের ব্যবসা, কেন ব্যবসা,—সে কথায় পাঁচজনের কী কাজ ? আমি বড়বাবুর কর্মচারী বলেই ওরা আমাকে শত্রু বলে ধরে নেবে কেন ? এই যে আমি দুঃস্থ লোকগুলোকে ডেকে ডেকে অন্ন সংস্থান করে দিচ্ছি, শত্রু হলে কি কেউ করত ? (বুড়ি কোন জবাব দেয় না।) বড়বাবু কি বলছিলেন ?

বুড়ি ॥ ঘরদোর সব দেখেশুনে বললেন, আরও নাকি কি কি সব বাকী আছে। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ, অনেক কিছু বাকী আছে। এ বাড়ির সবকিছু আমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পারব না ?···বৌমা, লক্ষ্মণদা বলে আমার মা ছিল দুর্গা প্রতিমার মত। বলে, মা নাকি দশহাতে সবাইকে বুকের মধ্যে আগলে রাখত যাতে কারুর গায়ে এতটুকু আঁচ না লাগে।···তুমি পারবে না, এই বাড়িটাকে তেমনি

করে সাজিয়ে তুলতে? সংসারটাকে আমার মায়ের মত বুক দিয়ে আগলে রাখতে?

বুড়ি ॥ চলুন, খেতে দি।

যোগিন্দর ॥ বৌমা!...এ বাড়িতে তুমি সুখী তো? তোমার কোন কষ্ট নেই তো? (বুড়ি মাথা নাড়ে)

বুড়ি ॥ চলুন।—ও কে!

[মহামায়ার প্রবেশ।]

মহামায়া ॥ আজও ভয় পেলে? সেদিন দেখেছ, মনে নেই?

যোগিন্দর ॥ মহামায়া,—তুই!

মহামায়া ॥ কেমন আছ সব, দেখতে এলাম।—কি বুড়ি, মহিনকে পছন্দ হয়েছে তো?

যোগিন্দর ॥ সেদিন রাত্রে এসেছিলি,—একরকম দেখেছিলাম। আজ একেবারে অন্যরকম।

মহামায়া ॥ দিনের আলোয় আরও কুচ্ছিৎ দেখাচ্ছে, না?

বুড়ি ॥ আপনারা বসুন; আমি যাই।

যোগিন্দর ॥ এই অ-বেলায় তো ওকে না-খাইয়ে ছাড়া যাবে না; ব্যবস্থা কর। মনে কর, বাড়িতে অতিথ্ এসেছে। (হাসে)

মহামায়া ॥ শেষকালে অতিথ্ বানিয়ে ছাড়লে?

বুড়ি ॥ আমি যাই। [প্রস্থান]

যোগিন্দর। আর কি ভাবব বল। তুই তো আর কিছুতে রাজী হবি না।

মহামায়া ॥ মহিন কোথায়?

যোগিন্দর ॥ আছে কোথাও।...কই, বল্!

মহামায়া ॥ কী বলব ?

যোগিন্দর ॥ তোকে অতিথ্ ছাড়া আর কী বলতে পারি ?

মহামায়া ॥ কিছু বলার দরকার কি ? নাই বা বললে।

যোগিন্দর ॥ এ তোর রাগের কথা।

মহামায়া ॥ (হেসে) হবে।

যোগিন্দর ॥ শ্বশুরবাড়ির কেউ খোঁজ নিতে আসেনি ?

মহামায়া ॥ কার, আমার ? হ্যাঁ।

যোগিন্দর ॥ কে এসেছিল, জিজ্ঞেস করলে নিশ্চই—

মহামায়া ॥ না না, রাগ করব কেন ? (হেসে ফেলে) আর, রাগ করবই বা কার ওপর ?····কিন্তু যোগিনদা, বড় কষ্ট হয়। ও বাড়ি —একা একা পড়ে থাকি। ডেকে দুটো কথা বলব, ধারে-কাছে একটা মানুষ নেই।

যোগিন্দর ॥ এ বাড়িতে এসে থাক্ না।

মহামায়া ॥ কোন্ সুবাদে ?

যোগিন্দর ॥ সুবাদে····যা হয় একটা কিছু মনে করেঁ নে।

মহামায়া ॥ না। এ বাড়িতে আমি আসব না।

যোগিন্দর ॥ কেন ?

মহামায়া ॥ অধিকার যেখানে নেই, সেখানে হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন ?

[যোগিন্দর গম্ভীর হয়।]

যোগিন্দর ॥ শ্বশুরবাড়ি থেকে কে খোঁজ নিতে এসেছিল মহামায়া ?

মহামায়া ॥ সে শুনে আর কি করবে !

যোগিন্দর ॥ বল না ;—তোর ভাসুর নয় তো ?

[মহামায়া একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।]

মহামায়া॥ না। এসেছিল আমার ভাসুরের ছেলে। বয়েস বেশী নয়,—মোটে তের কি চোদ্দ। অনেক কথা বললে। তারপর যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে— কাকীমা তুমি বাড়ি যাবে না? ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারিনি।…কিন্তু যোগিনদা, আমার ভাসুর আমার খোঁজ নিতে এলে তুমি কি খুব রাগ করতে?

যোগিন্দর॥ নাঃ।

মহামায়া॥ মনের কথাটা বল না, শুনি।

যোগিন্দর॥ যাক গে ওকথা।· তোর দিন কেমন চলছে বল।

মহামায়া॥ আর চলছে না। এইবার ভাবছি, একটা কাজ-কর্মের খোঁজে লাগব। পেটে তো খেতে হবে।

যোগিন্দর॥ তবু তুই এ বাড়িতে—

মহামায়া॥ (বাধা দেয়) থাক ওকথা।…বিনুর কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে। ওকে দেখে আমি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। বেচারী! —বিনু, আমার ভাসুর পো।

যোগিন্দর॥ মহামায়া, বল তুই 'না' করবি না। আমি তোকে—

মহামায়া॥ সাহায্য করবে? আমি বড় অভাগী যোগিনদা; তোমার সাহায্য নেব বললেই হয়তো তোমার হাত গুটিয়ে যাবে।

যোগিন্দর॥ না, মহামায়া। আমি তোর কাছে মিনতি করছি, তুই 'না' বলিস না। মনে কর, যোগিনদা সেদিন যে পাপ করেছিল আজ তার ক্ষালন চাইছে।

মহামায়া॥ তুমি আবার পাপ করলে কবে?

যোগিন্দর ॥ করেছি। সেদিন আমার সাহস ছিল না।····কিন্তু আজ শুধু দুটো পেটের ভাত জোগাড় করার জন্যে তুই কাজ করার কথা ভাবছিস। আমি তোকে কাজ করতে দেব না মহামায়া।

মহামায়া ॥ কাজ করব না, খাব কি ?

যোগিন্দর ॥ সে ভাবনা আমার। আমি মেলা টাকা রোজকার করি। আমি তোকে—

মহামায়া ॥ কি দেবে ? মাসোহারা ?

যোগিন্দর ॥ হ্যাঁ ; তাও বলতে পারিস। তুই যা খুশী বল। তোর অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব আমার। আর, একটা লোক রেখে দে। আমি তোকে—

মহামায়া ॥ কী দরকার! আমিও নেই, তুমিও নেই ; শুধু পুরনো দিনের জের টেনে—

যোগিন্দর ॥ আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ তুই—

[মহামায়া ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ হেসে ওঠে।]

মহামায়া ॥ আমার কিছু লাগবে না যোগিনদা।

যোগিন্দর ॥ ও। বেশ।···(অন্য সুরে) হ্যাঁরে মহামায়া, তোর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ?

মহামায় ॥ ইচ্ছে যে একেবারে করে না, তা নয়। আমাকে সত্যিই ভালবাসে, এমন লোকও তো সেখানে রয়েছে। বিনু রয়েছে, বুঁচি রয়েছে।—কিন্তু ভাসুরের কথা মনে হলেই—

যোগিন্দর ॥ তুই যত খারাপ ভাবিস, হয় তো সে লোকটা তত খারাপ না।

মহামায়া॥ লোকটা এমনিতে কিন্তু খুব ভাল। আমি যদি ও গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকে বলি যে, সে আমাকে ওই ভাবে····তারা বিশ্বাসই করবে না।

যোগিন্দর॥ ফিরে যা না।

মহামায়া॥ কিছু বললে ?

যোগিন্দর॥ বললাম, তুই শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যা না। সুখে থাকবি।

[যোগিন্দর দাওয়ায় বসে ছিল। মহামায়া যোগিন্দরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।]

মহামায়া॥ কি বললে, বুঝলাম না। কথাটা আর একবার বল। (যোগিন্দর গাত্রোত্থানের চেষ্টা করে, মহামায়া তার কাঁধে হাত দিয়ে বাধা দেয়।)—বসেই বল ; শুনি।

যোগিন্দর॥ তোর ভাসুরের অনেক পয়সা। তোকে সে খুব স্নেহ করে। যা না, তার কাছে ফিরে যা ; রাজরাণী হয়ে থাকতে পারবি।

[আচমকা মহামায়া যোগিন্দরের গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়।]

মহামায়া॥ আজ তুমি আমাকে অনেক অপমান করেছ যোগিনদা। তার শোধ নিলাম।···এবারে বল, আমাকে একটা কাজ দেবে ? অনেককেই তো দিচ্ছ। দাও না। বুড়ি মতন দেখতে ; ও কাজ আমি ভালই পারব। দেবে ?

যোগিন্দর॥ দেব।····যাস, ইষ্টিশানে—

মহামায়া ॥ আচ্ছা।—বুড়ি, চলি রে। মহিন এলে বলিস, একদিন এসে তোদের একটা করে মন্তর শিখিয়ে দিয়ে যাব। [প্রস্থান]

[বুড়ি বাইরে এসে দেখে, মহামায়া চলে গেছে। কি ভাবে। যোগিন্দর মাথা নীচু করে একভাবে বসে আছে। বুড়ি তার কাছে যায়।]

যোগিন্দর ॥ চলে গেল।

বুড়ি ॥ এখন খাবেন ?

যোগিন্দর ॥ (মুখ তুলে বুড়ির দিকে তাকায়) আমার কাছ থেকে সরে যাও বউমা।···আমি সহ্য করতে পারছি না।

[ঈষৎ উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে মহিন্দরের প্রবেশ।]

মহিন্দর ॥ এলোকার ধান-চাল সব গিয়ে জমা হয়েছে একখানে। সবাই বলছে বড়বাবুর কথা। কিন্তু সেই জমানো ধান-চাল কোথায় যায় ? ইষ্টিশানে গাদা-গাদা লোক—ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ—বোঝা বোঝা চাল বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। এ লোকগুলো আসে কোত্থেকে ? গাঁয়ের লোক যদি আমাদের বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—

যোগিন্দর ॥ (চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়) খবরদার। আর একটা কথা বলিস যদি, গলা টিপে মেরে ফেলব। ইষ্টিশানে কারা এল, চাল নিয়ে তারা কোথায় যায়,—সে ভাবনা তোর না। বিয়ে করে বউ এনেছিস ; ঘরের কথা চিন্তা কর। (ভিতর দিকে যেতে

যেতে) ওসব কথা যেন আর না-শুনি মহিন্দর....ও কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না— [ভিতরে প্রস্থান।]

মহিন্দর ॥ (সেইদিকে চেয়ে থাকে) অমন করে চলে গেল···কী হয়েছে দাদার।

॥ নিষ্প্রদীপ ॥

[পথ। কালো পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে। লক্ষ্মণ ও হারু কথা বলছে। সময় সন্ধ্যা।]

হারু ॥ কিন্তু আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না লক্ষ্মণদা, ওরা অত গরম দেখায় কোন্ সাহসে।

লক্ষ্মণ ॥ তুই নন্দলালকে চিনিস ?

হারু ॥ ওই তো···ওই ছোকরা—

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঁ। সাহস দিচ্ছে ও। কলকাতায় পড়ত। পড়া শেষ করে দেশে ফিরে এল বাপের সম্পত্তি দেখবে বলে। সম্পত্তি তো ছাই। এখন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে হুজ্জুৎ পাকাবার তাল করছে।

হারু ॥ কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ "কেন" মানে ?

হারু ॥ বলছি—এ করে ওর কী লাভ ?

লক্ষ্মণ ॥ বুঝি না। গেঁও লোকদের কাছে সহুরে বিদ্যে জাহির করতে চায় বোধহয়।

হারু ॥ আর গাঁয়ের লোকগুলোও ওর কথায় নেচে উঠছে ?

লক্ষ্মণ ॥ হবে না কেন ? সত্যি কথা বলতে গেলে—

[বাধা পড়ে। প্রবেশ করে শ্রীমন্ত। লক্ষ্মণ ও হারু চুপ করে থাকে।]

শ্রীমন্ত ॥ বুঝতে পেরেছি, আমার সামনে তোমরা কোন কথা বলবে না। ভাল কথা তো বল না; তাই পাঁচজনের সামনে বলতে ভয়।—সদাশিবদাকে দেখেছ ?

লক্ষ্মণ ॥ না।

হারু ॥ সদাশিবদার সঙ্গে আজকাল তোর বড় খাতির দেখছি। কি ব্যাপার!

শ্রীমন্ত ॥ ব্যাপার গুরুতর।....বুঝলে না ? পরে বুঝবে। [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ ॥ দেখলি, কেমন হুমকি দিয়ে গেল ?

হারু ॥ যাক গে। তুমি যা বলছিলে, বল।

লক্ষ্মণ ॥ কি বলছিলাম ? ও হ্যাঁ; সহর থেকে শিখে এসেছে—গাঁয়ে জোতদার, মজুতদার, চোরা-কারবারী, এইসব কথা। অবশ্য গাঁয়ে যে এসব নেই তা নয়। আমাদের বড়বাবুর দিকেই চেয়ে দেখ না।....তাই ওরাও নন্দলালের কথা শুনছে; একটু খুঁচিয়ে দিলেই ক্ষেপে উঠছে। মার তো ওরা কম খায়নি।

হারু ॥ তুমিও কি ওদের দলে ভিড়বে নাকি !

লক্ষ্মণ ॥ একথা বলছিস কেন !

হারু ॥ যেমন সাজিয়ে-গুছিয়ে বললে কথাগুলো, মনে হচ্ছে তুমিও বুঝি ওদের মত ক্ষেপে আছ।

লক্ষ্মণ ॥ হারু ! আজেবাজে কথা একদম বলবি না। বড়বাবুর নুন খেয়েছি। আমি নেমকহারাম নই।

হারু ॥ ওই দেখ, তুমি আবার চটে গেলে। আমি এমনি রসিকতা করছিলাম।

লক্ষ্মণ ॥ সব ব্যাপারে রসিকতা ভাল না।....এই! নকুল আসছে।

হারু ॥ সেরেছে। আমি পালাই দাদা। ব্যাটা যেমন চেতে আছে, আমাকে দেখলেই হয়তো লড়াই বাধিয়ে দেবে। [দ্রুত প্রস্থান]

লক্ষ্মণ ॥ আরে দাঁড়া, দাঁড়া; আমিও যাব!....ধ্যাৎ-তেরী; আমি কি ওর সঙ্গে ছুটতে পারি!

[নকুলের প্রবেশ]

নকুল ॥ কাকে দাঁড়াতে বলছ লক্ষ্মণদা?

লক্ষ্মণ ॥ দাঁড়াতে বললাম! কই, না তো।

নকুল ॥ মিথ্যেবাদী।....যাক গে; সদাশিবদাকে দেখেছ?

লক্ষ্মণ ॥ নাঃ।

নকুল ॥ কোথায় যে গেল! বাড়িতেও পেলাম না।

লক্ষ্মণ ॥ তোরা সবাই সদাশিবকে খুঁজছিস,—কি ব্যাপার রে?

নকুল ॥ তোমাকে বলে কি হবে!

লক্ষ্মণ ॥ বল না, বল না। আরে, আমিও তো তোদেরই একজন—চাকর-বাকর মানুষ; না কি!

নকুল ॥ আমরা চাকর-বাকর নই লক্ষ্মণদা।

লক্ষ্মণ ॥ না না, তোরা না। আমি। বল না—

নকুল ॥ কোন দরকার নেই। চাকর-বাকর দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। তুমি যা আছ, তাই থাক।

[শ্রীমন্ত ফিরে আসে।]

শ্রীমন্ত ॥ সদাশিবদাকে পেলাম না নকুল।

নকুল ॥ লোকটা গেল কেথায়!....চল তো, ভূষণের ওখানটা দেখে আসি। [দুজনের প্রস্থান]

লক্ষ্মণ ॥ (স্বগত) এদের নিশ্চয় কিছু মতলব আছে। সবাই মিলে সদাশিবকে খুঁজছে কেন ! আর সদাশিবও হঠাৎ না-পাত্তা হয়ে গেল কোথায় !....তাহলে বড়বাবু থানাওলাকে ডেকে যে পরামর্শ করছিলেন....সব্বোনাশ ! যদি জেনে ফেলে তাহলে তো আমাকে একা পেয়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

[দ্রুত লক্ষ্মণের প্রস্থান। অপরদিক থেকে প্রবেশ করে ভূষণ ও অনাদি।]

ভূষণ ॥ ওই শকুনটা অমন করে দৌড়ে পালালো কেন !

অনাদি ॥ আমাদের ভয়ে।

ভূষণ ॥ যা বলেছিস। সেদিন ওই ঘটনার পর থেকে দেখা হলেই এড়িয়ে যায় !

[দ্রুত সদাশিবের প্রবেশ।]

সদাশিব ॥ এই যে ভূষণ ; শিগ্‌গির ওদের খবর দে।

ভূষণ ॥ কি হয়েছে !

অনাদি ॥ অমন ছটফট করছ কেন!

সদাশিব ॥ খেলা শুরু হয়ে গেছে ভূষণ। যদি বাঁচতে চাস্, এইবেলা সবাইকে ডাক।

অনাদি ॥ একটু খুলে বল দাদা।

সদাশিব ॥ নন্দলালকে পুলিশে ধরেছে।

ভূষণ ও অনাদি ॥ কি !

সদাশিব ॥ আসছিল এইদিকে। বড়বাবু ডাকছে বলে সোজা থানায়

নিয়ে গেল।....এরপর আমাদের পালা। বড়বাবু পথের কাঁটা রাখবে না। [ভূষণের দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ।] কোথায় যাস!

ভূষণ॥ নন্দলাল ছাড়া পাবে; নয় তো সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেব।

সদাশিব॥ তুই একা কী করবি?

ভূষণ॥ একা না; সবাই মিলে করব।...আমি ওদের খবর দি—

[দ্রুত প্রস্থান]

সদাশিব॥ (অন্যদিকে) চল, আমারাও যাই—

[দুজনের অপরদিকে প্রস্থান। অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মণের আবির্ভাব।]

লক্ষ্মণ॥ আমি এখন কি করি! বড়বাবুর ওখানে যাব না; এদের হাতে পড়লে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। বরং যোগিন্দরকে খবরটা দিয়ে আসি।...কিন্তু ওর তো কোন দোষ নেই! ওর কি দোষ?

॥ নিষ্প্রদীপ ॥

[আলো জ্বলতে দেখা গেল, যোগিন্দরের বাড়ি। বৃদ্ধ এক-পাশে দাঁড়িয়ে আছে; মহিন্দর তার সঙ্গে কথা বলছে। বুড়ি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে শুনছে। সময়—রাত্রি।]

মহিন্দর॥ তুমি ঠিক বলছ বুড়ো?

বৃদ্ধ॥ মিথ্যে বলে আমার কি লাভ, বাবা?

মহিন্দর॥ খোঁজ নিয়েছিলে?

বৃদ্ধ॥ খোঁজ নিয়ে কী করব! সারা রাত্তির বাড়ি এলো না; সারা রাত্তির আমি দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। কী হল!

কোথায় গেল !....শেষকালে কাক-পক্ষীর ডাক শুনে বুঝলাম, ভোর হচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে গোবিন্দকে ধরলাম ঃ "গোবিন্দ! আমার কিশোর কই ?"....প্রথমে কিছুতে বলতে চায় না। তারপর বললে, কিশোরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।....ওকে পুলিশে ধরল কেন বাবা ? কিশোর কী করেছে ?

মহিন্দর ॥ কিশোর কি করেছে, আমি জানি না ; দাদা এলে জিজ্ঞেস কর। (বুড়িকে) শুনতে পাচ্ছ, কিশোরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

বুড়ি ॥ শুনেছি। কিন্তু তুমি খামোখা মাথা গরম কর না তো।

মহিন্দর ॥ আমি প্রথম দিন থেকে আঁচ করেছি, কি যেন একটা হচ্ছে।....তোমার মামাটি একটি—

বুড়ি ॥ হ্যাঁ ; আর তোমার দাদাটি যেন খুব ভাল।

মহিন্দর ॥ কিশোরকে পুলিশে ধরল কেন ?

বুড়ি ॥ পুলিশকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না।

মহিন্দর ॥ পুলিশের কাছে যদি যেতেই হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করতে যাব না ; বলতে যাব। আমি অনেক জেনেছি, অনেক দেখেছি। কাউকে ছেড়ে কথা বলব, ভেবেছ ?

বুড়ি ॥ তাহলে তোমার দাদাটিও বাদ যাবে না।....একেবারে নেমক-হারামের মত কথা বলছ। এই যে খাচ্ছ, পরছ,—এসব কার জন্যে শুনি। নিজের তো কুটোটি নাড়ার ক্ষেমতা নেই।

মহিন্দর ॥ ও পাপের পয়সায় খাওয়া-পরার মাথায় আমি লাথি মারি।

বুড়ি ॥ পুণ্যির পয়সা রোজগার করে তারপর বলতে এস। ও-মুখে ওকথা মানায় না। [বুড়ি ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ভিতরে যায়।]

মহিন্দর ॥ বড়লোক মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছ,—দুনিয়ার হাল বোঝ না। ঠিক আছে। (বৃদ্ধের কাছে আসে) কী করবে এখন ?

বৃদ্ধ ॥ কী করব!

[যোগিন্দর ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

মহিন্দর ॥ কিশোরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

যোগিন্দর ॥ জানি।....শোন লক্ষ্মণদা—

মহিন্দর ॥ (বৃদ্ধকে দেখিয়ে) ও জানতে চাইছে, ও এখন কী করবে।

যোগিন্দর ॥ ও কি করবে, তার আমি কী জানি!

মহিন্দর ॥ তুমি জানবে না তো কে জানবে দাদা ?

লক্ষ্মণ ॥ শোন মহিন, ওসব কথা এখন থাক। ওর মন মেজাজ—

মহিন্দর ॥ (চেঁচিয়ে) তুমি থাম।—মোক্তারী করতে এসেছে।

লক্ষ্মণ ॥ এক চড় লাগাব। বড়কে মান্যি করে না!

মহিন্দর ॥ যারা তোমাদের চক্রে বাস করে তাদের চড়ের ভয় দেখিও লক্ষ্মণদা! আমি তোমাদের—

[যোগিন্দর মহিন্দরের সামনে এসে দাঁড়ায়।]

যোগিন্দর ॥ কী হয়েছে তোর ?

মহিন্দর ॥ আমি জানতে চাই, কিশোরকে পুলিশে ধরেছে কেন।

যোগিন্দর ॥ তা দিয়ে তোর কি দরকার ?

মহিন্দর ॥ দরকার আমার না; দরকার ওর। (বৃদ্ধকে দেখায়।)

যোগিন্দর ॥ ওর দরকার,—থানায় গিয়ে খোঁজ নিক।

মহিন্দর ॥ না। তোমাকে বলতে হবে।

যোগিন্দর ॥ তোর খাওয়া হয়েছে ?···বৌমা!

মহিন্দর ॥ আমার কথার জবাব দাও।

[যোগিন্দর একটুক্ষণ মহিন্দরকে লক্ষ্য করে।]

যোগিন্দর ॥ মহিন! সবার সব ব্যাপারে মাথা দিতে নেই।—তুই ঘরে যা।

মহিন্দর ॥ (ঈষৎ গলা তুলে) আমার কথার জবাব দাও।

যোগিন্দর ॥ ও।···কী জানতে চাস তুই?

মহিন্দর ॥ কিশোরকে পুলিশে ধরেছে কেন?

যোগিন্দর ॥ আমি জানি না।

মহিন্দর ॥ (চিৎকার করে) নিশ্চই জান। তোমার কাজ করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে; তুমি জানবে না তো কে জানবে?

যোগিন্দর ॥ আমার কাজ করতে গিয়ে সে ধরা পড়েনি মহিন।

মহিন্দর ॥ তবে কার কাজ!

[বুড়ি বাইরে আসে]

চুপ করে আছ কেন? বল, কার কাজ?

যোগিন্দর ॥ বললাম তো, তুই ঘরে যা।—বৌমা, ওর খাওয়া হয়েছে?

মহিন্দর ॥ মনে করছ, কেউ কিচ্ছু জানে না? ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ,—গাদা গাদা লোক বস্তা-বস্তা চাল নিয়ে এদিক-ওদিক চালাচালি করে বেড়ায়। কার চাল? কোত্থেকে এল তারা? কে তাদের এই কাজে বহাল করেছে?

যোগিন্দর ॥ আমি তো বললাম, আমার কাজ না।

মহিন্দর ॥ তবে কার কাজ?

লক্ষ্মণ ॥ মহিন, শোন। তুই জানিস না; কিন্তু ব্যাপার ওদিকে

অনেকদূর গড়িয়েছে। এখন ওকে একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে দে।

মহিন্দর॥ কী ভাববে? কেমন করে নিজেদের চামড়া বাঁচানো যায়?

যোগিন্দর॥ (ধমক) চুপ!....তখন থেকে বলছি, যা বুঝিস না তার মধ্যে কথা বলতে আসিস নি। (বাইরের দিকে তাকায়) কে আসে লক্ষ্মণদা! নন্দলাল না?

লক্ষ্মণ॥ ধ্যাৎ, নন্দলাল হবে কেন? সে তো এখন—

যোগিন্দর॥ যে-ই হোক। এখানে এলে বলো, আমি বাড়ি নেই। ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে না।

[যোগিন্দর ছুটে ঘরে যায়।]

লক্ষ্মণ॥ কি দেখছিস মহিন?

মহিন্দর॥ দেখছি দাদার মত মানুষকেও আজ পালিয়ে বেড়াতে হয়। মান গেছে, এবার জান বাঁচাও লক্ষ্মণদা।....ছি লক্ষ্মণদা, ছি!

[একজন সিপাহী সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অফিসারের প্রবেশ।]

লক্ষ্মণ॥ ও, আপনি! আমরা ভেবেছিলাম....(ঘরের কাছে যায়; গলা বাড়িয়ে) যোগিন্দর! ভয় নেই—

[যোগিন্দর বাইরে আসে। অফিসার তাকে ভাল করে দেখে।]

অফিসার॥ আপনি যোগিন্দর সামন্ত?

যোগিন্দর॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ।

অফিসার॥ আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। সায়েব ডাকছেন।

লক্ষ্মণ॥ কেন?

অফিসার ॥ সে কৈফিয়ৎ তো আমি দেব না।....চলুন।

মহিন্দর ॥ কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি, আমরা জানতে পারি না?

অফিসার ॥ জানবেন। অভিযোগ কিছু থাকলে ঠিক সময়ে নিশ্চয় জানবেন।

লক্ষ্মণ ॥ তবু—

অফিসার ॥ সায়েব বলবেন।....আপনি তো ওর ছোট ভাই। উনি কিছু করলে সবার আগে তো আপনারই জানার কথা। তাই না?....কি, জানেন না কিছু?

মহিন্দর ॥ আমি কী জানব?

অফিসার ॥ (হো হো করে হাসে) তবে আর কি! কিছুই যখন জানেন না,—পরেই জানবেন। না কি, এখুনি জানতে ইচ্ছে করছে?....এই বুড়ো কে?

বৃদ্ধ ॥ বাবু, আমার কিশোর—

অফিসার ॥ হ্যাঁ, কিশোর। কাল ট্রেনে চাল নিয়ে যাওয়ার সময় চোরা চালানের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। জিজ্ঞেস করতে আপনার নাম বলল। বলল, এই কাজে আপনি ওকে বহাল করেছেন।

বৃদ্ধ ॥ কিশোর চোর—

অফিসার ॥ কিশোর চোর! (আবার সশব্দে হেসে ওঠে) হবে।—চলুন, যোগিন্দরবাবু—

[নেপথ্যে হারুর গলা পাওয়া যায়।]

নেপথ্যে হারু ॥ যোগিনদা···যোগিনদা····

[ভিতরে ঢুকে হঠাৎ পুলিশ অফিসারকে দেখে থমকে যায়। কিন্তু সে হাঁপাচ্ছে।]

হারু ॥ আমি যাই—

অফিসার ॥ দাঁড়াও হে।···আমি তো তোমাকে চিনি। কী ব্যাপার! হঠাৎ হুদ্দুড় করে এলেই বা কেন, আবার চলেই বা যাচ্ছ কেন?

হারু ॥ (ভয়ে ভয়ে) যোগিনদাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

অফিসার ॥ কী কথা? ··এসেছ যখন, বলে যাও।

হারু ॥ নাঃ; পরে বলব'খন।

অফিসার ॥ পরে কেন; এখুনি বল না।

[হারু যোগিন্দরের দিকে তাকায়।]

যোগিন্দর ॥ বল।

হারু ॥ যোগিনদা, ওই—স্টেশনে যারা সব····ওই পুঁটুলী নিয়ে ঘোরাঘুরি করে····আর মেয়েরা—যারা সব ট্রেনে করে কোথায় চলে যায়—

অফিসার ॥ (আবার হেসে ওঠে) কোথায় চলে যায়····(হাসে) তুমি জান না?

যোগিন্দর ॥ ওকে বলতে দিন।

অফিসার ॥ বল।

হারু ॥ আমি দেখলাম, হঠাৎ পুলিশের তাড়া খেয়ে সব ছুটোছুটি করতে লেগেছে। কয়েকজন ধরা পড়ল। কিন্তু একটা মেয়ে, বুড়ি মতন—কিন্তু বয়েস বেশী না, সে—

যোগিন্দর ॥ কি?

হারু ॥ তার হাতে পুঁটুলী ছিল না। কিন্তু সবাই ছুটছে দেখে সেও ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল। তারপর—

যোগিন্দর ॥ কিন্তু মহামায়া ওখানে গেছে কেন।

অফিসার ॥ মহামায়া কে ?

যোগিন্দর ॥ (হারুকে) তারপর ?

হারু ॥ তারপর·· ট্রেনটা এসে পড়ল···তারপর····(মনে হয়, হারুর গলা শুকিয়ে আসছে) সেই মেয়েটা ছুটে লাইন পার হতে গিয়ে আঁচলে পা জড়িয়ে পড়ে গেল····তারপর···আমি আর বলতে পারছি না যোগিনদা, আমার ভয় করে—

যোগিন্দর ॥ (হারুর গলা চেপে ধরে) বল তুই—

হারু ॥ আমাকে ছেড়ে দাও যোগিনদা। (যোগিন ছেড়ে দেয়)···· চোখ মেলে মরা মুখটা যেন আকাশ দেখছে····হাওয়ায় কাঁচা-পাকা চুলগুলো উড়ছিল····কী বীভৎস, যোগিনদা,—জ্যান্ত মানুষ দু টুকরো হলে—

যোগিন্দর ॥ আ-হা—

[হাহাকারের মত শোনায়। যোগিন্দর মাতালের মত এদিক ওদিক পদচারণা করে। বুড়ি আঁচলে চোখ ঢেকে ঘরে যায়।]

মহিন্দর ! মহামায়া কাজ চাইতে এসেছিল। আমি তাকে ইষ্টিশানে যেতে বলেছিলাম। (হাসে, কিন্তু তা কান্নারই নামান্তর) ভালই হল। ওর ভাসুরও ওর নাগাল পাবে না। আমিও ওর নাগাল পাব না—

[যোগিন্দর জবুথবু হয়ে দাওয়ায় বসে। দ্রুত প্রবেশ করে বড়বাবু, যেন তাড়া খেয়ে ছুটে আসছে।]

বড়বাবু॥ ওদিকে ওরা দল বেঁধে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর তোমরা এখানে চুপচাপ—(পুলিশ অফিসারকে দেখে থেমে যায়।) যাক, ভালই হয়েছে, আপনি আছেন। কিন্তু শিগ্‌গির। ওরা হয়তো এইদিকেই আসছে।—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? থানায় খবর দিন।

অফিসার॥ দরকার হবে না। আমি তো আছি।

[বাইরে কিছু লোকের কথা শোনা যায়।]

বড়বাবু॥ সায়েবের কাছে আমি আপনার হয়ে কথা বলব; আপনার প্রমোশন হবে।....কিন্তু অত লোককে আপনি একা ঠেকাতে পারবেন?

[বাইরের সোরগোল আরো স্পষ্ট হয়।]

অফিসার॥ ওরা এসে পড়েছে।

বড়বাবু॥ কী করব? এইখানেই থাকব, না, আপাতত গা ঢাকা দেব?

অফিসার॥ যা ভাল বোঝেন।

[বড়বাবু একবার বাইরের দিকে তাকায়, তারপর ছুটে যোগিন্দরের ঘরে গিয়ে ঢোকে। বুড়ি ভিতরে ছিল, দ্রুত বেরিয়ে আসে। লক্ষ্মণ এগোয়, কারা এল দেখবার জন্যে।]

মহিন্দর॥ কোথায় যাও লক্ষ্মণদা?

লক্ষ্মণ॥ ভয় নেই। পালাবো না।

[সদাশিবের নেতৃত্বে হৈ হৈ করতে করতে গ্রামবাসীদের প্রবেশ। হারু পালাবার চেষ্টা করে; ওরা তাকে ধরে ফেলে।]

সদাশিব ॥ বাঁধ ওটাকে।

নকুল ॥ কিন্তু সে কোথায়?

শ্রীমন্ত ॥ ভেবেছে, আমরা মরে গেছি! (যোগিন্দরকে) বল, তোর বাবু কোথায়। নইলে তোকেই আজ—

[সবাই যোগিন্দরের দিকে এগোয়। যোগিন্দর তেমনি বসে থাকে। অফিসার এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখে। হৈ হৈ করতে করতে লোকগুলো ক্রমশঃ মারমুখী হয়ে ওঠে। একজন যোগিন্দরের গায়ে হাত তুলতে যায়।]

লক্ষ্মণ ॥ খবরদার! (সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকায়।) দল বেঁধে বিচার করতে এসেছ,—এত বোঝ, আসল কথাটাই বোঝনি!

শ্রীমন্ত ॥ দালাল—

লক্ষ্মণ ॥ কার বিচার করবে তোমরা? কে তোমাদের ধান-চাল খরিদ করেছে? যোগিন্দর? (কেউ জবাব দেয় না।) সারা তল্লাটের খাবার গিয়ে জমা হল গুদামে। গুদামটা কার? যোগিন্দরের?—দুস্থ মানুষগুলোকে পয়সার লোভ দেখিয়ে ধান-চাল পাচার করার কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু সে ধান-চাল কার? যোগিন্দরের?....বিচার করতে এসেছে।

সদাশিব ॥ (কাছে আসে) লক্ষ্মণদা!

লক্ষ্মণ ॥ সরে যা।....আসল-নকল চিনতে পারিস না,—দল বেঁধে আসিস হুজ্জুৎ করতে। লজ্জা করে না?

সদাশিব ॥ লক্ষ্মণদা···তুমি—

লক্ষ্মণ ॥ যা ; ক্ষেমতা থাকে—যা তার কাছে, ঘেঁটি ধরে কবুল করিয়ে নে যে, এমন কম্ম সে আর কোনদিন করবে না।

নকুল ॥ কিন্তু কোথায় সে ? আমরা তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।

লক্ষ্মণ ॥ অনেক নুন খেয়েছি সদাশিব, তাই নামটা আর উচ্চারণ করব না।···তোরা খোঁজ। যদি খুঁজে না-পাস····তাহলে তোরা মর ; তোরা গোল্লায় যা।—তাই তোদের কপালে আছে।

[লক্ষ্মণের গলা ধরে আসে।]

সদাশিব ॥ (যোগিন্দরের কাঁধে হাত রাখে) যোগিন্দর তুমি জান না ?

যোগিন্দর ॥ (মুখ তোলে) কি ?

সদাশিব ॥ আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি,—সে কোথায়, তুমি জান না ?

[যোগিন্দর নিরুত্তর।]

নকুল ॥ যোগিনদা, জ্ঞান হওয়া ইস্তক তোমাকে দাদা বলে ডেকে এসেছি। আমি একা না ; এদের দিকে চেয়ে দেখ। বাচ্চাগুলোর পেটে দানা দিতে পারি না। বউ পর হয়ে যায়। আমাদের চোখের জলে তোমার ভিৎ পাকা হবে না। কী পেয়েছ তুমি ? ঘর তুলেছ····কিন্তু মহামায়া যখন দু-টুকরো হয়ে রেল লাইনের ওপর পড়ে থাকে—

[যোগিন্দর চমকে তাকায়।]

বলবে না যোগিনদা, বড়বাবু কোথায় ?

[যোগিন্দর উঠে দাঁড়ায়। এদের সবার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর হাত তুলে নিজের ঘরখানা দেখিয়ে দেয়।

সবাই হৈ হৈ করে ঘরের দিকে এগোয়। অফিসার ও সিপাহী ছুটে দাওয়ায় উঠে দরজার দুপাশে দাঁড়ায়। বড়বাবু ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর অফিসার, সিপাহী ও বড়বাবুকে ঘিরে ধরে সকলের প্রস্থান —যোগিন্দর, লক্ষ্মণ ও বুড়ি ছাড়া। স্তব্ধতা। হঠাৎ লক্ষ্মণ হো হো করে হাসতে শুরু করে।]

বুড়ি ॥ হাসছ কেন!

লক্ষ্মণ ॥ বুঝছি না। তুই কি বলিস যোগিন্দর; আমি কি হঠাৎ রেগে গিয়ে বেঠিক কিছু করে ফেললাম?

যোগিন্দর ॥ বোধহয়—না।....লক্ষ্মণদা, ওরা গেল; চল, আমরাও যাই—

[লক্ষ্মণ ও যোগিন্দরের প্রস্থান। বুড়ি সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

॥ যবনিকা ॥